CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-309 ■ 19 August, 2025 ■ আগরতলা ১৯ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ২ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

ইউক্রেন যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধান চায় ভারত

ট্রাম্প-জেলেনস্কির বৈঠকের আগে মোদীকে ফোন পুতিনের, কূটনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ।। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করেছেন। ট্রাম্পের সাথে বৈঠকে আলোচনা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জানিয়েছেন তিনি। এই আলোচনার কয়েক দিন আগে পুতিন সাক্ষাৎ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এবং এই ফোনালাপের কয়েক ঘণ্টা পরেই ট্রাম্প সাক্ষাৎ করতে চলেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে। চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে এই কূটনৈতিক তৎপরতা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন ফোনালাপে প্রধানমন্ত্রী মোদী পুনরায় ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। ভারত সবসময়ই ইউক্রেন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানকে সমর্থন করেছে, বলেছেন তিনি।

এক্স-এ মোদী লেখেছেন, বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ফোন করার জন্য ধন্যবাদ এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক আলাস্কা বৈঠক নিয়ে মতবিনিময় করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। ভারত সবসময়ই ইউক্রেন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে কথা বলেছে এবং এই লক্ষ্যে সমস্ত প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। ভবিষ্যতেও আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, মোদী-পুতিন আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার একাধিক দিক নিয়েও আলোচনা হয়েছে। দুই নেতা ভবিষ্যতেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সম্মত হন। ফোনালাপে পুতিন ট্রাম্পের সঙ্গে আলাস্কায় অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক বৈঠকের বিস্তারিত মোদীর সঙ্গে ভাগ করে নেন। ওই বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যেই আলোচনা হয়। যদিও কোন চুক্তি সই হয়নি, তবে ট্রাম্প জানান যে, আলোচনায় 'বড় অগ্রগতি' হয়েছে। ট্রাম্প বৈঠকের পর তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে লেখেন, সব পক্ষই মনে করে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের সর্বোত্তম উপায় একটি পূর্ণাঙ্গ শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানো। শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতি নয়, যা অনেক সময় কার্যকর হয় না। এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই ট্রাম্পের ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠক নির্ধারিত হয়েছে। জেলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের এই আলোচনা মূলত যুদ্ধবিরতি নিয়ে।

এই বৈঠকগুলোর পাশাপাশি, ট্রাম্প প্রশাসন ভারত ও রাশিয়ার উপর শুল্ক আরোপ করে চাপ বাড়াচ্ছে। গত মাসে ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন। ভারতের 'উচ্চ শুল্কনীতি', রুশ তেল কেনা এবং ব্রিকস অংশগ্রহণকে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এক সপ্তাহ পর, ট্রাম্প ফের ভারতের উপর আরেক দফা ২৫ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করেন। ফলে বর্তমানে ভারতের উপর মার্কিন শুল্ক হার দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে।

পুতিন-মোদী ফোনালাপ, ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক এবং জেলেনস্কির সঙ্গে আসন্ন আলোচনা। সব মিলিয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিতে আন্তর্জাতিক মহলে কূটনৈতিক তৎপরতা আরও গতি পেয়েছে। ভারতের অবস্থান বরাবরের মতোই, সর্বদা শান্তির পক্ষে।

শিব মন্দির থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট।। শিব মন্দির থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় কলসী সৎসঙ্গ পাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের পরিবারের সদস্যদের দাবি, বিগত কয়েক বছর যাবৎ যুবকটি ড্রাগস সেবন করত। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের কলসী সৎসঙ্গ পাড়ায় স্থানীয় একটি শিব মন্দিরের ভেতরে এক যুবককের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় মন্দিরে এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখে বাইখোড়া থানায় খবর দিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বাইখোড়া থানার এস আই অর্জন চাকমা, এ এস আই মরন বৈদ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে জনজাতিদের জন্য কেন্দ্রীয় প্রয়াস জারি

স্বদেশ দর্শণ প্রকল্পে বরাদ্দ ১২৫.৬৫ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ১৮ আগষ্ট ।। ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়কে পর্যটনের সাথে যুক্ত করতে এবং পর্যটনের সুবিধাকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে ১২৫.৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। আজ লোকসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মণের একটি প্রশ্ন ছিল ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়কে পর্যটন খাতে বিশেষ করে জনজাতি ঐতিহ্য, ইকো-ট্যুরিজম এবং বন্যপ্রাণী পর্যটনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করার জন্য সরকার কী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়া পর্যটনের সুবিধা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য হোমস্টে, স্থানীয় গাইড পরিষেবা এবং হস্তশিল্প বিক্রয়ের প্রচারের জন্য গৃহীত/নেওয়া পদক্ষেপের বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও জানতে চান তিনি। সরকার কীভাবে পর্যটনকে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে, যার ফলে ত্রিপুরার এই সম্প্রদায়ের জন্য টেকসই জীবিকা তৈরি হচ্ছে- সে সম্পর্কেও জানতে চান তিনি।

এর লিখিত উত্তরে পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়াত জানান, পর্যটন কেন্দ্র এবং পর্যটন পণ্যের উন্নয়ন এবং প্রসার প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (ইউটি) প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হয়। পর্যটন মন্ত্রক তার কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাগুলিকে পরিপূরক করে থাকে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে বর্তমানে চালু রয়েছে- ''স্বদেশ দর্শন (এসডি)'', স্বদেশ দর্শন ২.০ (এসডি ২.০), স্বদেশ দর্শনের অধীনে ''চ্যালেঞ্জ ভিত্তিক গন্তব্য উন্নয়ন (সিবিডিডি), ''তীর্থযাত্রা পুনরুজ্জীবন এবং আধ্যাত্মিক, ঐতিহ্য বৃদ্ধি অভিযান (প্রসাদ)'', এবং ''পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে সহায়তা'' (এসিএ) প্রকল্প। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, অর্থের প্রাপ্যতা, প্রকল্পের নির্দেশিকা মেনে চলা এবং রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন কর্তৃক বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) জমা দেওয়ার সাপেক্ষে এই প্রকল্পগুলির অধীনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।এছাড়াও, 'রাজ্যগুলিকে মূলধন বিনিয়োগের জন্য বিশেষ সহায়তা' (এসএএসসিআই) উদ্যোগের অধীনে, ভারত সরকার পর্যটন প্রকল্পগুলির উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রসারিত করেছে বলেও জানান তিনি।

জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে, পর্যটন মন্ত্রক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবারও চিকিৎসকের গাফিলতিতে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ বাইখোরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট।। বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকের গাফিলতির কারণে অস্মি মজুমদার নামে ৯ বছরের শিশু কন্যা মৃত্যু হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যরা।

জানা গিয়েছে, রবিবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চরকবাই মধ্যপাড়ার সঞ্জীব মজুমদারের মেয়ে অস্মি মজুমদারকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়া হয়। ওই সময় ইমারজেন্সিতে চিকিৎসক রণদীপ ভৌমিক ছিলেন। অস্মি মজুমদারের পরিবারের বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায়, বিষাক্ত কিছু কামড় দিয়েছে অস্মির পায়ে। চিকিৎসক রণদীপ ভৌমিক কে জানালে প্রেসক্রিপশনে ডাক্সিউবিসিটি রক্ত পরীক্ষা দিলে হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। হাসপাতালে ভর্তি না রেখে অস্মিকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় তিনটা ইনজেকশন দিয়ে। প্রথমে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেনি ডঃ রণদীপ ভৌমিক। বাড়িতে নিয়ে আসার পর অস্মির শরীরের রং পাল্টাতে থাকলে আবার পুনরায় বাইখোড়া হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। তখন শান্তি বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর দেওয়া হয়।

শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা করার পর জানা যায় অস্মির শরীরে বিষাক্ত কিছু কামড় দিয়েছে। রক্তের সাথে মিশে যায় পরবর্তী সময়ে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসক এনটি ব্যানাম দিয়ে জিবি হাসপাতালে রেফার করে। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পর শিশু কন্যা মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। বর্তমানে রণদীপ ভৌমিক দায়িত্ব পাওয়ার পর হাসপাতালটি প্রচন্ড অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। প্রতিটি নার্স রোগীদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। সিএমও জ্যোতির্ময় দাস বিলোনিয়া সদর দপ্তরে থাকার কথা থাকলেও তিনি চেম্বার করার জন্য এই বাইখোরা হাসপাতালের কোয়াটারে থাকেন। একজন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বাইখোরা হাসপাতালের কোয়াটারে থাকাকালীন সত্ত্বেও এই হাসপাতালটির চরম অবস্থায় দিয়ে চলতে হচ্ছে।

সিরিঞ্জের জন্য ২ শিশুর ভ্যাকসিন আটকে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। হাসপাতালে সিরিঞ্জের জন্য ২ শিশুর ভ্যাকসিন আটকে রইল কয়েক ঘণ্টা। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে। হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শিশুর পিতা। ইনজেকশন সিরিঞ্জ নিয়ে মহা সমস্যায় অসহায় এক পিতা রুপ মিয়া। সোমবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তিনি তার দুই সন্তান ইয়াসমিন খাতুন(১১) এবং রামাদুল ইসলাম(৬)-কে নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে বারান্দায় বসে ছিলেন, তার দুই সন্তানকে কুকুরের কামড়ের ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলে দিয়েছে, হাসপাতালে সিরিঞ্জ নেই। তারপর অসহায় দিনমজুর এই পিতা দুই সন্তানকে হাসপাতালে বসিয়ে গোটা বিশ্রামগঞ্জ বাজারের সমস্ত ওষুধের দোকানে গিয়েছে সিরিঞ্জের জন্য। কেউ তাকে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দেয়নি। প্রায় আট ঘন্টা হাসপাতালে দুই ছোট ছোট শিশুকে নিয়ে অসহায়ের মত ওষুধের দোকানের দরজায় দরজায় এবং হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসক এবং সেবিকাদের কাছে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত অসহায় এই পিতা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে যেন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান করা হয়।

ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলে

অনুপ্রবেশ রোধে কঠোর ব্যবস্থার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি নেসো'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট।। উত্তর পূর্বাঞ্চলে অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। তাতে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং নিজস্ব জাতিসত্ত্বা আজ হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ত্রিপুরায় এই সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তাই অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত ও বহিষ্কারের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছে নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস' অর্গানাইজেশন (নেসো)।

প্রসঙ্গত, অনুপ্রবেশ ইস্যুতে উত্তরপূর্বাঞ্চলের আটটি প্রধান ছাত্র সংগঠনকে প্রতিনিধিত্বকারী নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস' অর্গানাইজেশন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। চিঠিতে নেসো জানিয়েছে, স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই উত্তর-পূর্বে অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে এবং এই সমস্যা এখন এক গভীর সঙ্কটে রূপ নিয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন জায়গার সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলছে। এর মধ্যে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ত্রিপুরার অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। যেখানে স্থানীয় আদিবাসী জনগণ আজ নিজেদের ভূমিতে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে।

চিঠিতে লেখা হয়েছে, অসমে অনুপ্রবেশ ইস্যু দীর্ঘদিন ধরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৮৫ সালের ঐতিহাসিক অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সেই চুক্তির অধিকাংশ দফা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এছাড়াও মেঘালয়ে ১৯৭৯, ১৯৮৭ এবং ৯০-এর দশকের শুরুতে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনের উল্লেখ করে নেসো জানিয়েছে যে, ''ভয়ংকর জনসংখ্যাগত পরিবর্তন আজ উত্তর-পূর্বের একাধিক রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষ করে গারো হিলসের সমতল অঞ্চলসহ অন্যান্য অংশে।

নেসোর দাবি, বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও সরকার কেবলমাত্র সাময়িক বা প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। স্থায়ী ও কার্যকর সমাধান এখনও অধরা হয়ে রয়েছে। ফলে স্থানীয় জনগণ আজ নিজ নিজ পরিচয় ও অধিকারের রক্ষায় আত্মনির্ভর হয়ে পড়তে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসফের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট।। অনুপ্রবেশ রুখতে এবং রোহিঙ্গাদের ত্রিপুরা থেকে ফেরত পাঠানোর দাবিতে আজ সার্কিট হাউসে অবস্থিত গান্ধী মূর্তির পাদদেশে নর্থ ইস্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন (নেসো)-র ডাকে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে টিএসএফ। এদিন সংগঠনের এক ছাত্র বলেন, অনুপ্রবেশ ইস্যুতে আজ নর্থ ইস্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন (নেসো)-র ডাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কৈলাসহরে কংগ্রেসের পথ অবরোধ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ আগষ্ট।। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন কৈলাসহর জেলা যুব কংগ্রেস। জানা যায়, কৈলাসহর শহরের ডাকবাংলো থেকে রাঙ্গাউটি অব্দি পনেরো কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে চলাচলের অযোগ্য হয়ে রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। প্রতিদিন ছোট বড় যান দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে। এরই প্রতিবাদে কুবঝার এলাকায় জেলা যুব কংগ্রেস এবং ব্লক যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে রাস্তা অবরোধ করে করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়েছে।

এই রাস্তা অবরোধের নেতৃত্বে রয়েছেন যুব নেতা হদিস মিয়া, সিরাজুল ইসলাম, সানু চৌধুরী, জুবের আহমেদ খান, প্রাক্তন যুব নেতা হিল্লোল গুপ্ত সহ আরও অন্যান্যরা। রাস্তা অবরোধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে যুব নেতা সিরাজুল ইসলাম এবং হদিস মিয়া জানান যে, বিগত দুই দুই বছর পূর্বে ঠিকাদার বিপ্লব কর কৈলাসহর শহরের ডাকবাংলো থেকে রাঙ্গাউটি অব্দি পনেরো কিলোমিটার রাস্তাটির কাজ করেন। কিন্তু কাজের ছয় মাসের মধ্যেই রাস্তাটি বেহাল হয়ে যায়। রাস্তাটিতে বড় বড় গর্ত হয়ে যায়। রাস্তাটির পিচ সম্পুর্নভাবে উঠে যায়। রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে যায়। প্রতিদিন ছোট বড় যান দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে। বিগত এক মাস পূর্বে যান দুর্ঘটনায় এক গাড়ি চালকের মৃত্যু অব্দি হয়েছে।

তাছাড়া, শহর উত্তরাঞ্চলে যাবার জন্য একমাত্র এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার ছোট বড় গাড়ি যাতায়াত করে। রাস্তাটি চলাচলের এতটাই অযোগ্য হয়েছে যে, পায়ে হেঁটেও রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করা যায় না বলে অভিযোগ। অসুস্থ রোগীকে নিয়ে যাওয়া যায় না বলেও জানান অবরোধকারীরা।

স্থানীয় এলাকাবাসীরা এবং যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কয়েকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে লিখিত ভাবে এবং মৌখিক ভাবে জানানোর পরও দপ্তরের পক্ষ কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিগত দুই মাস পূর্বেও রাস্তা অবরোধ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঁটাখাল এবং হাওড়া পারে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট।। কাঁটাখাল এবং হাওড়া নদীর উপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই আইন অমান্য করা হলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৫ এর রুল-৩০ অনুযায়ী কোন ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে কাঁটাখাল এবং হাওড়া নদীর উপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

শ্বশুর বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। নিজ শ্বশুর বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল এক ব্যক্তি। ফটিকরায়ের পূর্ব গকুলনগর এলাকায় হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম মিঠুন দাস(৩০)। তার বাড়ি কৈলাসহর ধনবিলাস এলাকায়। তিনি পেশায় লরি চালক। পরিবারে আছে এক ছেলে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিন্ন জাতির যুবককে বিবাহ করলে

জনজাতি যুবতীর এসটি সুবিধা বাতিলের দাবিতে কমিশনকে চিঠি বিধায়ক রণজিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট।। তিপরা মথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার চিঠি ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে গোটা রাজ্যে। যে সব জনজাতি যুবতী ভিন্ন জাতির যুবকদের বিবাহ করেছে, ওই সব জনজাতি যুবতীদের সমস্ত ধরনের এসটি সুবিধা বাতিল করার আবেদন জানিয়ে আজ জাতীয় তপশিলি উপজাতি কমিশনের কাছে চিঠি দিয়েছেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। আর তাতেই গোটা রাজ্যে এই বিষয়ে শোরগোল পড়ে গেছে।

চিঠিতে বিধায়ক অভিযোগ করেছেন যে, জনজাতি যুবতীদের নিয়ে করে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নিচ্ছে অ- জনজাতি অথবা ভিন্ন জাতির যুবকরা। সরকারি ট্যাক্স থেকে শুরু করে এডিসি এলাকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলো জনজাতি স্ত্রীর নামে নিয়ে ভোগ করছেন ভিন্ন জাতির যুবকরা। এমনটাই অভিযোগ করেছেন তিপ্রা মথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। তাঁর এই নজিরবিহীন দাবিতে রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

বিধায়ক জাতীয় তপশিলি উপজাতি কমিশনের চেয়ারপার্সনকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, 'বহু ভিন্ন জাতির যুবকরা ইচ্ছাকৃতভাবে তফসিলি জনজাতি (এসটি) কন্যাদের সাথে বিবাহ করছে শুধুমাত্র সরকারের বৈধ কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বরপক্ষ তাঁদের সম্পত্তি কনের নামে স্থানান্তর করছে, যাতে করে সরকারি কর প্রদানের দায় এড়িয়ে যাওয়া যায়।'

উদাহরণস্বরূপ বিধায়ক উল্লেখ করেন, 'অনেক বর তাদের পেট্রোল পাম্প, গ্যাস এজেন্সি, রেশন দোকান এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে তফসিলি উপজাতি (এসটি) স্ত্রীর নামে করে ফেলছে, শুধুমাত্র সরকারী কর এড়ানোর জন্য। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেঁচারথলে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে জনরোষ, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট।। গতকাল রাতে পেঁচারথলে বিদ্যুৎ দপ্তরের বেহাল অবস্থায় পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ পেঁচারথল ও মাছমারা এলাকার বাসিন্দারা রাতের বেলায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন এবং ক্ষোভে বিদ্যুৎ দপ্তরের জিনিসপত্র ভাঙচুর চালান।

অভিযোগ, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে মন্ত্রী সান্তনা চাকমা ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথের ভূমিকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০৮ নম্বর বিকল্প জাতীয় সড়কের বেহাল দশা, সরব সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট।। ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত নির্মীয়মাণ ২০৮ নম্বর বিকল্প জাতীয় সড়কের বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। নির্মাণ কাজে কচ্ছপ গতিতে চলছে। তার ফলে জনদুর্ভোগ নিরসনে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের চরম উদাসীনতার প্রতিবাদে ধর্মনগরে বামেদের বিক্ষোভ কর্মসূচি সংঘটিত হয়েছে। এদিন আসাম-ত্রিপুরা সীমান্ত ঝোরঝেরি পুলিশ চেক পোস্টের সামনে সড়ক অবরোধ এবং প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করে সিপিআইএম।

মূলত ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত ২০৮ নং বিকল্প জাতীয় সড়কের কাজ, এবং ধর্মনগর থেকে আসাম আগরতলা সীমান্ত পর্যন্ত অর্ধসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, ও আসাম আগরতলা ৮ নং জাতীয় সড়ক সংস্কার করা সহ গ্রামীণ এলাকার বেহাল রাস্তাঘাট মেরামত করা, ইত্যাদি দাবি নিয়েই ছিল তাদের এদিনকার এই কর্মসূচি। যদিও এক ঘণ্টা বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি সংঘটিত করা হলেও সংশ্লিষ্ট কোন আধিকারিকেরা অবরোধ স্থলে আসেন নি। তাই কেন্দ্র এবং রাজ্য বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের চরম ব্যর্থতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,১৯ আগস্ট২০২৫ ইং
২ ভাদ্র, মঙ্গলবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আধার কার্ড নিয়া কঠোর নিয়ম

আধার ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বায়োমেট্রিক পরিচয় পত্র। ভারতের ছোট থেকে বড় প্রত্যেকটির নাগরিক আধার কার্ডের সঙ্গে পরিচিত। ২০১০ সালে এটি চালু হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে আধার হইয়া উঠিয়াছে মানুষের অন্যতম পরিচয়পত্র। যেকোনো সরকারি কাজকর্মে আধার কার্ড প্রয়োজন হয়। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করিয়া প্যান কার্ড লিঙ্ক করা, আয়কর রিটার্ন জমা, রেশন কার্ড, মোবাইল সিম, এমনকি স্কুলে ভর্তি সব ক্ষেত্রেই আধার কার্ড এখন অপরিহার্য। বর্তমানে প্রায় ১৩০ কোটিরও বেশি ভারতীয় নাগরিক আধার কার্ডের আওতায় আসিয়াছেন। আধার কার্ড ভারতের জনগণের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ নথি। তবে ভারতে এত বিশাল পরিমাণ মানুষ এই আধার কার্ড ব্যবহার করিতেছেন যাহার ফলে এর অপব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। একাধিক আধার কার্ড তৈরি, পুরোনো তথ্য ব্যবহার, ব্যাংক জালিয়াতি, ফ্রড ট্রানজ্যাকশন সব মিলাইয়া সরকার নতুন নিয়ম আনিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এই নতুন নিয়ম আসিবার ফলে আঁধার দুর্নীতি কমিবে এবং সকলেই এর সঠিক ব্যবহার করিতে পারিবেন। গত কয়েক বছরে ইউআইডিএআই এবং ব্যাংকগুলোর কাছে বিপুল সংখ্যক অভিযোগ আসিয়াছে যে, অনেকেই একাধিক আধার কার্ড ব্যবহার করিতেছেন। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন সকলেই। কেউ কেউ ভুয়া নথি দিয়া আধার বানাইয়া বিভিন্ন সরকারি সুবিধা নিতেছেন। এটি একটি বড় দুর্নীতি। এরকম কেউ করিলে তাহার জেল পর্যন্ত

হইতে পারে। আবার অনেক পুরোনো আধার কার্ডে ছবি অস্পষ্ট, ঠিকানা বা জন্মতারিখ ভুল, এমনকি মৃত ব্যক্তিদের কার্ডও এখনও সক্রিয় রহিয়াছে। এছাড়াও নিয়মিত আধার কার্ড আপডেট করা প্রয়োজন না হইলে পরবর্তীকালে সেটি অকেজ

হইয়া যাইতে পারে।এই পরিস্থিতি থেকে বেরোতে সরকার এইবার আধার কার্ড সংক্রান্ত কঠোর নতুন নিয়ম চালু করিয়াছে। লক্ষ্য একটাই প্রতিটি নাগরিকের তথ্য সঠিক রাখা, ফ্রড কমানো এবং আধারকে আরও একজন ভারতীয় নাগরিক কেবলমাত্র একটি আধার কার্ড রাখিতে পারিবেন। এর বেশি আধার কার্ড রাখিলে সেটি আইনত অপরাধ। একের বেশি আধার কার্ড থাকিলে সেটি জন্য শাস্তি হইতে পারে এবং মোটা অংকের জরিমানাও দিতে হইতে পারে। এছাড়াও যদি কারো ভুল করিয়া দ্বিতীয় আধার কার্ড হইয়া থাকে তাহা হইলে পুরনো আধার কার্ডটি বাতিল করিয়া দিতে

হইবে। না হইলে এটি একটি ক্রাইম।যাহাদের আধার কার্ড ১০ বছরের বেশি পুরোনো, তাহাদের জন্য তথ্য আপডেট এখন বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। যদি কেউ এই তথ্য আপডেট না করিয়া থাকে তাহা হইলেও তাহার আধার কার্ড বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

২০১১ বা তাহার আগে তৈরি আধার কার্ডের ব্যবহারকারীদের ছবি, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য রিফ্রেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ নতুন করিয়া আবার আপলোড করিয়া সেটি ভেরিফাই করিতে হইবে।

যদি আপডেট না করা হয়, তবে সেই আধার অকার্য্যকর হইয়া যাইতে পারে। এমনকি পরবর্তীকালে বাতিল হইয়া যাইতে পারে।এর ফলে সমস্ত ধরনের সরকারি সুবিধা ও ব্যাংকিং, সাবসিডি, পেনশনসহ নানা পরিষেবা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

অনেক পুরনো আধার কার্ডে বায়োমেট্রিক বা চোখের ছাপ ঠিকঠাক বোঝা যায় না। তাই এক্ষেত্রে ইউআইডিএআই নাগরিকদের প্রতি ১০ বছরে বায়োমেট্রিক তথ্য আপডেট করিবার নির্দেশ দিয়াছে। এর ফলে পরিচয় জালিয়াতি কমিবে এবং পরিষেবাগুলো আরও নিরাপদ হইবে।এই নতুন নিয়ম সাধারণ মানুষকে সরাসরি প্রভাবিত করিবে। যাহারা দীর্ঘদিন আধার আপডেট করেননি, তাহাদের এখনই উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়াও দেখা যাবে অনেকের আধার কার্ড দীর্ঘদিন ব্যবহার না করিবার ফলে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং সাধারণ মানুষ সেটি বুঝিতেও পারিবেনা। আধার কার্ড আজ প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের একটি বিশেষ পরিচয় পত্র। প্রত্যেকটি ভারতীয় নাগরিকের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তৈরি হইয়াছে আধার কার্ড। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়া ফ্রড বা অপব্যবহার হইলে দেশের অর্থনীতি ও নিরাপত্তা দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। তাই সরকার এবার কঠোর পদক্ষেপ নিয়াছে।এই নিয়মগুলো সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই এখনই আধার কার্ড চেক করুন, পুরোনো হইলে আপডেট করুন। মনে রাখিবেন, সামান্য অসতর্কতার কারণে শুধু সরকারি সুবিধাই হারাইবেন না, আইনি ঝামেলাতেও জড়াইতে পারেন।

ভারত থেকে আবারও পেঁয়াজ আমদানি শুরু, পাঁচ মাস পর হিলি ও সোনামসজিদ দিয়ে এল প্রথম চালান

দিনাজপুর, ১৮ আগস্ট : বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় বাজার নিয়ন্ত্রণে আনতে ভারত থেকে স্থলবন্দর হয়ে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সরকারিভাবে অনুমতি প্রদানের পর শনিবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে প্রথম চালানে ১৫০ টন পেঁয়াজ বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এরপর সন্ধ্যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে আরও ৬৬০ টন পেঁয়াজ আসে ২৩টি ট্রাকে করে।

হিলি স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এর আগে সর্বশেষ ২ মার্চ ভারত থেকে একটি ট্রাকে ২৯ টন পেঁয়াজ এসেছিল, এরপর স্থানীয় উৎপাদনের দাম কমে যাওয়ায় ভারতীয় পেঁয়াজের চাহিদা হ্রাস পায় এবং আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। তবে সম্প্রতি বাজারে পেঁয়াজের দাম আবারও ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় আমদানিকারকরা কৃষি মন্ত্রণালয়ে আমদানির অনুমতির জন্য আবেদন করে। এরই প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় সাতটি আমদানি প্রতিষ্ঠানকে ভারত থেকে পেঁয়াজ আনতে অনুমতি দেয়।

হিলি স্থলবন্দরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের উপপরিচালক আনোয়ার হোসেন জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার দুপুর ২টা পর্যন্ত মোট ২৩০ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান এই অনুমতি পেয়েছে, সেগুলো হলো এম/এস সততা বাণিজ্যালয়, এম/এস নাশাত ট্রেডার্স, এমএস আল মক্কাহ ইমপ্রেস, এম/এস জগদীশ চন্দ্র রায়, ক্রাউন ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল, আনাস গ্রুপ প্রাইভেট লিমিটেড এবং রাধে-শ্যাম অ্যান্ড সন্স। এর মধ্যে রাধে-শ্যাম অ্যান্ড সন্সকে ৫০ টন এবং অন্য ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে ৩০ টন করে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আনোয়ার হোসেন বলেন, যদি আরও প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে। এম/এস সততা বাণিজ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী বাবুলুর রহমান জানান, তিনি হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ৩০ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি পেয়েছেন এবং এই পেঁয়াজ শনিবার বিকেলে এক ট্রাকে করে পৌঁছাবে। কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের পর মূল্য নির্ধারণ করে পাইকারি বাজারে ছাড়া হবে। এদিকে দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার কাটলাবাজারের পেঁয়াজ বিক্রেতা ইস্তামুল হক জানান, তিনি প্রতিকেজি পেঁয়াজ ৭০ টাকায় বিক্রি করছেন। তবে তিনি বলেন, "শুনছি ভারত থেকে পেঁয়াজ ঢুকছে। যদি বাজারে বেশি পেঁয়াজ আসে তাহলে দাম অবশ্যই কমবে, তবে এতে আমাদের লোকসান হবে, কারণ আমরা বেশি দামে পেঁয়াজ কিনে ফেলেছি।" বাজার বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভারতীয় পেঁয়াজ বাজারে আসার ফলে দেশের বাজারে সরবরাহ বেড়ে যাবে এবং এতে দাম কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আসবে। তবে আগের দামে সংগ্রহ করা পণ্য নিয়ে খুচরা বিক্রেতাদের কিছুটা লোকসান গুনতে হতে পারে। তবুও সামগ্রিকভাবে বাজার স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে এই আমদানিকে ইতিবাচক উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

উষ্ণায়নের অঙ্কে ২০৫০ সাল কি ভারতের সর্বনাশা বছর হবে?

বিশেষ প্রতিবেদন।। ছোট ছোট বিপদ আমাদের নাড়িয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ছোট মাথায় বড় বিপদের ছবিটা শুধু বোধহয় গল্প হয়েই থেকে যায়। এটার সব থেকে বড় উদাহরণ উষ্ণায়ন। তথ্য আমাদের নাড়ায় না। কিন্তু তথ্য যে ভয়ের কথা বলে সেই ভয় যখন সত্যি হয়, তখন আমরা কেঁপে যাই। যেমন আমপান। কিন্তু তার পিছনের কারণকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার প্রয়াসে আমাদের এত আলস্য কেন?

কারণ কি সত্যি আমাদের বড় বিপদ বুঝে ওঠার অক্ষমতা?

উদাহরণ? এই লেখা যখন লিখছি কলকাতায় গরম তখন ৩৮ ডিগ্রি ছাড়ানোর পথে। গরমের বোধ ৪৩ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে। বঙ্গোপসাগরের জঠরে জন্ম নেওয়া ঝড়ের শক্তি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আর তার পিছনে কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত বেড়ে চলা সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রাকেই দায়ী করছেন। তথ্য বলছে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রিতে পৌঁছলেই ঝড়ের জন্মের সম্ভাবনা তৈরি হতে থাকে। আর বিধ্বংসী ঝড়গুলোর পিছনে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের ক্রমাগত বাড়তে থাকে তাপমাত্রা। যা এখন গড়ে ৩০ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়িয়েছে!

নিজেদের মৃত্যুবাণ আমরা কিন্তু নিজেরাই তৈরি করেছি। নির্বিচারে গাছ কেটে। যত্রতত্র নদীতে বাঁধ দিয়ে। আর তার ফল? এর কারণে তৈরি উষ্ণায়ন আমাদের সরাসরি মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লাইমেট রিয়ালিটি প্রজেক্টের তথ্য বলছে, ভারতে উষ্ণায়নের কারণে মৃত্যুর হার বেড়ে চলেছে। কতটা? দুটো ৫ বছরের তুলনা করা হয়েছে এই সমীক্ষায়। ২০০০ থেকে ২০০৪ এই ৫ বছরের সঙ্গে ২০১৭ থেকে ২০২১। এই সমীক্ষা বলছে, এই দুই সময়কালে অত্যধিক গরমের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে ৫৫ শতাংশ!

আমরা তো আত্মহননকারী। না হলে যশোর রোডকে প্রশস্ত করতে শয়ে শয়ে গাছকে বলি দিলাম কেন? এটার মানে এই নয় যে রাস্তা হবে না। কিন্তু পুরনো গাছের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উন্নয়ন যজ্ঞে হাত দেওয়া যে আত্মাহুতির সমান তা কিন্তু আমরা বুঝছি না। একটা নিয়ম আছে নাকি যে গাছ কাটলে নতুন গাছ অন্য কোথাও বসাতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নতুন গাছ বড় হয়ে পুরনো গাছের সমান দূষণ ছাঁকতে যে সময় নেবে সেই সময়কালে বায়ুদূষণের ছাঁকনিটা কী হবে?

একটা কথা মাথায় রাখতে হবে। যত সময় যাচ্ছে আমাদের সভ্যতাকে বাঁচানোর খরচ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা প্রায় সেই জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছি যেখান থেকে বাঁচার জায়গায় ফেরা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে হলেও হয়ত গাছ কেটে গাছ বসিয়ে আমরা অবস্থা সামাল দিতে পারতাম। কিন্তু সেই সময়ে ভবিষ্যতের কথা না ভাবায় আজ যে জায়গায় পৌঁছেছি সেখানে কিন্তু গাছ না কেটে তার প্রতিস্থাপন বা পুনর্বাসনের কথা ভাবতে হচ্ছে আমাদের। আর এর খরচ যা তা কি আমাদের সরকারের কোষাগার টানতে পারবে? পারবে না বলেই সোজা পথ হল গাছ কেটে ফেলা। আর তার অভিঘাত? অত্যধিক গরমের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া।

অনেকেই বলেন, ধিকি ধিকি মরার থেকে একেবারে মৃত্যু নাকি অনেক বেশি কাম্য। কিন্তু উষ্ণায়ন যাঁরা বেঁচে আছি তাঁদের অন্য ভাবেও মারছে। অভুতপূর্ব ঝড়, বৃষ্টি, খরা আর বন্যা এখন আমাদের জীবনের অঙ্গ। পানীয় জলের ঘাটতি বাড়ছে। আমাদের দেশের কৃষির উপর ৭০ শতাংশের জীবিকা নির্ভরশীল। আর সেই জীবিকা এখন বলির পাঁঠা হয়ে উঠেছে। এর ফলে সমীক্ষা বলছে ২০৪০ সালের মধ্যে শুধু উষ্ণায়নের কারণেই দেশের দরিদ্রের সংখ্যায় আরও ৫ কোটি মানুষ যুক্ত হবে ২০৪০ সালের মধ্যেই। মাথাপিছু পানীয় জলের সঞ্চয় ১৯৫০ সালের তুলনায় কমেছে ৭০ শতাংশ। আর প্রতি বছর জলাভূমির সংখ্যা কমছে ৩ শতাংশের একটু বেশি হারে।

উষ্ণায়ন কিন্তু কাউকে রেওয়াত করে না। ভুটানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেরিং টগবে উষ্ণায়ন নিয়ে তাঁদের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে সরাসরি যা বলেছিলেন তা কিন্তু আমরা মাথায় রাখি না। তিনি বলেছিলেন, ভুটান দূষণহীন। কারণ তাঁরা দূষণের মূল্য কী হতে পারে তা বোঝেন। সমস্যা হচ্ছে হিমবাহ গলে তাঁদের দেশে যে বন্যা হচ্ছে তাঁর মূলে রয়েছে প্রতিবেশি দেশগুলির দূষণের অভিঘাত ভুলে নির্বিচারে উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ধ্বংসে মেতে থাকা। প্রকৃতির কাছে রাজনৈতিক সীমা অর্থহীন এটা আমরা মাথায় রাখি না। এই যুদ্ধ যে আসলে মানব সভ্যতা বাঁচানোর যুদ্ধ তা-ও আমাদের ছোট মাথায় রাখতে চাই না আমরা। সব মিলিয়ে সমস্যাটা কিন্তু দাঁড়িয়েছে এই রকম। দূষণ রুখতে যদি আমরা সবাই হাত না লাগাই তা হলে লাগাম ছাড়া উষ্ণায়নে প্রথমেই যেটা হবে সেটা হল বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতি। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে কৃষির উতাদন কমবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য বলছে যেখানে চালের উতাদন বৃষ্টিনির্ভর সেখানে উষ্ণায়নের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে উতাদন কমবে ২.৫ শতাংশের মতো। সেচনির্ভর অঞ্চলে চালের উতাদন ২০৫০ সালে কমবে ৭ শতাংশ আর ২০৮০ সালে তা আরও কমবে ১০ শতাংশের মতো। অর্থাৎ একই প্রয়াসে চাষিরা যে ফলন ঘরে তুলবেন তা আজকের তুলনায় অনেক কম। এটা যে হঠাতহবে তা নয়। উষ্ণায়নের কারণে কিন্তু কৃষির উতাদনশীলতা কমতেই থাকবে। তার কারণ একাধিক। জলের অভাব, জলবায়ুর পরিবর্তন, বন্যা এবং খরা। আর এই পথেই আরও অনেক বেশি মানুষ দরিদ্র হবেন। কারখানার উতাদনও কমবে কারণ অত্যধিক গরমের কারণ কর্মীদের কাজ করার ক্ষমতাও কমবে। আর এই সব মিলিয়েই ২০৫০ সাল ভারতের পক্ষে উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে একটি মাইলফলক হতে চলেছে। কারণ সমীক্ষা বলছে উষ্ণায়নের কারণে ওই বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে ৫০টি দেশ সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের মধ্যে ক্ষতির অঙ্কে ভারত থাকব তৃতীয় স্থানে। এই ক্ষতি কতটা আর এড়ানো যাবে বলা মুশকিল। কিন্তু হাল না ছেড়ে গাছ কাটা আর জলাভূমি বোজানো রুখে বাঁচার যুদ্ধটা এখনই শুরু করতে হবে। দেরি তো হয়েইছে। কিন্তু আরও দেরি করলে যে সর্বনাশ হবে তা কিন্তু সব সমীক্ষাতেই পরিষ্কার।

চাঁদে প্রথম মানুষ

আবুল বাসার

১৯৬৯ সালের ১৬ জুলাইয়ের সকাল। যুক্তরাষ্ট্রের কেপ কেনেডি স্পেস সেন্টারের আশপাশের কয়েক কিলোমিটার লোকে লোকারন্য। গত রাত থেকেই কার, জিপ, বাস, নৌকা এমনকি ছোট ছোট বিমানও গাদাগাদি অবস্থা গোটা এলাকা। অনেকেই ছোট ছোট তাবু খাটিয়ে অস্থায়ী আবাস বানিয়ে নিয়েছেন। কেউ কেউ খোলা আকাশের নিচেই আছেন বহাল তবিয়তে। হাতে ক্যামেরা, দুরবীন, রেডিও নিয়ে কৌতুহলে অধীর অপেক্ষা আর উত্তেজনার প্রহর গুনছেন তারা।

এদের বেশিরভাগই এসেছে আনন্দ-উল্লাস করতে। কেউ কেউ হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার নিয়ে এসেছে মহাকাশ খাতে মার্কিন সরকারের বিপুল অর্থ অপচয়ের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ জানাতে। কিন্তু পক্ষ হোক আর বিপক্ষ হোক, সেদিন সেখানে উপস্থিত সবাই জানত, তারা আজ মানবজাতির অনেক বড় এক ইতিহাসের সাক্ষী হতে যাচ্ছেন। এ এমন এক ইতিহাস যা যুগ যুগ ধরে বলে গেলেও পুরোনো হবে না।

কিছুক্ষণ পরেই দুঃসাহসী তিন নভোচারীকে নিয়ে প্রায় তিন লাখ ৮৪ হাজার কিলোমিটার দূরের চাঁদের পানে ছুটে যাবে অ্যাপোলো ১১ নামের নভোযান। শুধু তাই নয়, মানব ইতিহাসে এবারই প্রথম পৃথিবীর বাইরে পা রাখবে মানুষ, চরকা কাটা চাঁদের বুড়ির দেশে পা রাখবে। হ্যাঁ, যন্ত্র নয়, আস্ত জলজ্যান্ত মানুষ। এর মাধ্যমেই সেদিন মহাকাশ প্রতিযোগিতায় চির প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়নকে দাঁত ভাঙা জবাব দেবে যুক্তরাষ্ট্র। তাই গোটা মার্কিনজাতি (নাকি মানবজাতি) যেনো কল্পনার ডানায় সেদিন তিন নভোচারী- নীল আর্মস্ট্রং, বাজ অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্সের সাথে চাঁদের পথে রওয়ানা হয়েছিল।

স্থানীয় ঘড়িতে ৯টা বেজে ২৩ মিনিট। কেপ কেনেডির দিগন্তরেখায় আকাশমুখি করে রাখা রকেটের তলদেশে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। তীব্র আগুনের হলকার সাথে সাদা ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল চারদিক। ধুমকেতুর মত লেজে আগুনেপুচ্ছ রেখে ধীরে ধীরে আকাশের দিকে ছুটতে শুরু করল স্যাটার্ন ভি রকেট। ক্রমেই বাড়তে লাগল তার বেগ। রকেটটির ওপরের দিকে বিশেষ কায়দায় বসানো হয়েছে কমান্ড মডিউল ও লুনার মডিউল। তার মধ্যেই তখন বসে দাঁতে দাঁত চেপে মহাকর্ষের শক্ত বাধন ছিন্ন করছেন তিন নভোচারী। পৃথিবীর মহাকর্ষের মায়া কাটিয়ে মহাশূন্যে অ্যাপোলো ১১-কে উঠার দৃশ্য দেখে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ল। কেউ কেউ অবশ্য আবেগের ভার সইতে না পেরে কেঁদে ফেলতেও দ্বিধা করল না। ঠিক তখন রকেটের মাথায় সুরক্ষিত নিয়ন্ত্রণকক্ষে বসে থাকা তিন নভোচারীর উত্তেজনা এখন অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছে। কারণ বিগত কয়েক বছর ধরে তারা এ দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আসছিলেন। সেজন্য অনেক কঠিন সব প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে কৃত্রিম পরিবেশে। বাস্তবের চেয়ে অনেকক্ষেত্রে প্রশিক্ষণটাই কঠিন ছিল। তাই ভবিতব্য ঘটনাগুলো তাদের কাছে মুখস্তই ছিল।

স্যাটার্ন ভি রকেট উৎক্ষেপনের ৩ ঘন্টার পর পৃথিবীর কক্ষপথে এসে রকেট থেকে কলাম্বিয়া ও ঈগল আলাদা হয়ে গেল। তারপর দুই নভোযান একত্রে পৃথিবীর কক্ষপথে ছেড়ে চাঁদের পথে তিন দিনের যাত্রা শুরু করল। এই দীর্ঘ যাত্রার শুরুতেই অভিযাত্রীরা কলাম্বিয়ার পেছন থেকে লুনার মডিউল ঈগলকে বের করে এনে কলাম্বিয়ার সাথে জুড়ে দিলেন। এরপর দুই মডিউলের মধ্যে তারা প্রয়োজনমত যাতায়াত করতে লাগলেন। এই দুটো যানের নাম দেওয়া হয়েছে মার্কিন দুই জাতীয় প্রতীকের ওপর ভিত্তি করে। প্রথমটির আমেরিকার নারীরূপ কলাম্বিয়া আর দ্বিতীয়টি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পাখি ঈগল।

আগের অ্যাপোলো মিশনগুলো ছিল আসলে এই চূড়ান্ত অ্যাপোলো ১১ মিশনের জন্য স্রেফ প্রস্তুতি এবং মহড়া। তাই এই পথে কীভাবে যেতে হবে তা অ্যাপোলোর তিন অভিযাত্রী তথা নাসার জানাই ছিল। চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তারা দুটো মডিউলের নানা যন্ত্রপাতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন, কোথাও কোন ত্রুটি আছে কিনা। শুধু খাওয়া, ঘুম আর পৃথিবীবাসীর সাথে টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারের সময়টুকু বাদে একটু বিশ্রাম নিতে পারলেন তিন নভোচারী-কমান্ড মডিউল পাইলট মাইকেল কলিন্স, লুনার মডিউল পাইলট বাজ অলড্রিন এবং কমান্ডার নীল আর্মস্ট্রং।

মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই দ্য ক্ল্যাশ সিভিলাইজেশন অ্যান্ড দ্য রিমেকিং অব ওয়ার্ল্ড অর্ডার। সে বইতে তিনি বলেছেন, 'সাধারণ মানুষ বুঝে হোক, বা না বুঝে হোক সবসময়ই আমরা ও তারা, আমাদের ও তাদের দল, আমাদের সভ্যতা ও তাদের বর্বরতা- এরকম বিভক্ত হতে পছন্দ করে।' এরকমই এক বিভক্তি এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া চরম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের চাঁদে অভিযানের এই পরিকল্পনা। এটা যতটা না বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বার্থে, তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি ছিল রাজনৈতিক। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা-নাসার অ্যাপোলো অভিযান শুরু হয়েছিল আসলে রাশিয়ার (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) সাথে ঠান্ডা যুদ্ধের কারণে।

মহাকাশ গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রকে একের পর এক হারিয়ে দিচ্ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়ন। মহাকাশে প্রথম স্যাটেলাইট স্পুটনিক-১ পাঠিয়েছিল রাশিয়া (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন)। সেই স্যাটেলাইট যখন পৃথিবীর কক্ষপথে বসে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে উড়ে আলোক সংকেত

> পৃথিবীর মহাকর্ষের মায়া কাটিয়ে মহাশূন্যে অ্যাপোলো ১১-কে উঠার দৃশ্য দেখে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ল। কেউ কেউ অবশ্য আবেগের ভার সইতে না পেরে কেঁদে ফেলতেও দ্বিধা করল না।

দিচ্ছিল, তখন গোটা মার্কিনবাসীর মুখে মাছি ঢোকার মত হা করে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। মহাকাশে প্রথম প্রাণী, লাইকা নামের এক কুকুর। সেও সোভিয়েত কৃতিত্ব। ১৯৬১ সালে মহাকাশে প্রথম মানুষ, ইউরি গ্যাগারিন। সারা বিশ্বে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে আবারও সোভিয়েত ইউনিয়ন, সেই সাথে সমাজতন্ত্রের। ১৯৬৩-র ১৬ জুন ভোস্তক ৬ নভোযানে চড়ে মহাকাশে যান প্রথম নারী এবং বেসামরিক নাগরিক ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা। সে অর্জনও সোভিয়েতের। চাঁদের মাটিতে নামা প্রথম নভোযান লুনা ২। সে কৃতিত্বটাও সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে। পুঁজিবাদী পরাশক্তির নাকের ডগা দিয়ে একের পর এক সমজাতন্ত্রী স্পর্ধা আর কাহাতক সহ্য করা যায়। সেই তুলনায় মার্কিন অর্জন বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই। তারাও মহাকাশে একে একে সবই করেছে। কিন্তু গোটা বিশ্ববাসীর কাছে সেগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের পদাঙ্ক অনুসরণ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মহাকাশে পাঠানো প্রথম মার্কিন প্রাণী, প্রথম মানুষ, প্রথম নারীর খোঁজ কিংবা মনে রাখেনি বিশ্ব। মার্কিন প্রশাসন অনেক চেষ্টা করেও মহাকাশে কোন ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পেরে উঠল না। তবে কি পুঁজিবাদী মার্কিনীরা সমাজতন্ত্রের কাছে পদানত? বিশ্ব যে আজ দিকে দিকে সমাজতন্ত্রের জয়গান করছে?

এভাবে মার্কিন জনগণের মনে জমতে লাগল ক্ষোভ আর অপমানের পাহাড়। সেই ক্ষোভ শেষপর্যন্ত আগ্নেয়গিরি হয়ে বেরিয়ে এলো ১৯৬০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। মহাকাশ গবেষণায় আরও জোর দেওয়ার কথা বলে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে হটিয়ে নির্বিঘ্নে ক্ষমতার মসনদে বসলেন জন এফ. কেনেডি। আসলে মার্কিন জনগণের মনের কথাটা ঠিকঠিক বুঝতে পেরেছিলেন কেনেডি। বুঝতে পেরেছিলেন, মহাকাশ গবেষণায় (বলা ভালো, প্রতিযোগিতায়) সোভিয়েত ইউনিয়নকে টেক্কা দিতেই হবে যেকোন মূল্যে। কিন্তু সেটি কীভাবে করা সম্ভব? কারণ মহাকাশের সবগুলো ক্ষেত্রেই তো এরই মধ্যে প্রথম হয়ে বসে আছে তারা। অনেক আলোচনা আর বাকবিতণ্ডার পর কেনেডি প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিল, একমাত্র চাঁদে মানুষ পাঠিয়েই সোভিয়েত বেড়ায়াপনার দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া সম্ভব। তাই ১৯৬১ সালের ২৫ মে মাসে কংগ্রেসের এক যৌথ অধিবেশনে তিনি ঘোষণা দিলেন, 'আমার বিশ্বাস, এই দশক শেষ হওয়ার আগেই চাঁদের মাটিতে মানুষ পাঠিয়ে তাকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাটাই এই জাতির লক্ষ্য অর্জন করতে প্রতিজ্ঞা করা উচিত।' কেনেডির এই ঘোষণার পরপরই সত্যিকার অর্থে মহাকাশ প্রতিযোগিতার যুগ শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রে। অনেকের আপত্তির মুখেও এবার মহাকাশ গবেষণা খাতে বিপুল অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার বাজেট দেয়া হয় ১৯৬০ সালে, যা ছিল আমেরিকার জিডিপির ২.৫ শতাংশ। আর এই বাজেট দেয়া হয় টানা ১০ বছর। অবশ্য এক শ্রেণির মার্কিনী তাতেও ক্ষোভে ফেটে পড়ল। তাদের সাথে যোগ দিলেন, কিছু বিজ্ঞানী ও গবেষক। তাদের দাবি, স্রেফ প্রতিযোগিতার নামে অত অর্থ অপচয়ের কোন মানে হয় না। তার বদলে ক্যান্সারসহ অন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক গবেষণায় টাকা ঢালা দরকার।

সমালোচনা জমে উঠতেই কেনেডি জবাব দিতে বাধ্য হলেন। জবাবটা দিলেন ১৯৬২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের নাসার মানুষবাহী স্পেসফ্লাইট সেন্টারের উদ্বোধন করতে গিয়ে। সেখানকার ফুটবল স্টেডিয়ামে সেদিন উপস্থিত প্রায় ৪০ হাজার মানুষ। জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে কেনেডি দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, 'অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, আমরা চাঁদে কেন যেতে চাই? আমরা কেন এরকম লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি? তারা হয়ত এটাও জিজ্ঞেস করে বসতে পারে, আমরা সর্বোচ্চ পাহাড়চূড়ায় কেন উঠি? কেন ৩৫ বছর আগে, আটলান্টিক প্লেনে পাড়ি দিয়েছি? এ দশকে আমরা চাঁদে যেতে চেয়েছি...আমরা চাঁদে যেতে চেয়েছি...আমরা চাঁদে যেতে চেয়েছি।'

কেনেডি কথা শেষ করার আগেই ৪০ হাজার মানুষের তুমুল করতালি আর হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল গোটা এলাকা। সেই গর্জনে এক তুড়িতেই যেন খড়কুটোর মত উড়ে গেল চন্দ্র অভিযানের বিপক্ষবাদীরা। সমালোচকদের তখন আর থোড়াই কেয়ার করে কেনেডি প্রশাসন। সাজ সাজ রব পড়ে গেল গোটা যুক্তরাষ্ট্রে। চাঁদে মানুষ পাঠাতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে শুরু করে নাসা। এর সাথে যুক্ত হল কয়েক লাখ মানুষ। আইজেনহাওয়ারের মেয়াদের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল জেমিনি প্রজেক্ট। এমনকি অ্যাপোলো প্রজেক্টের কথাও তখন ভাবা হয়েছিল। তার পালেও এবার তীব্র হাওয়া লাগে। শুরু হয় অ্যাপোলো নামের নতুন প্রজেক্ট। গ্রিকদের আলো, সংগীত এবং সূর্যের দেবতার নামেই এমন নাম। নামকরণ করেছিলেন নাসার ম্যানেজার অ্যাবে সিলভারস্টাইন। ১৯৬০ সালের শুরুর দিকে নিজের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ নামটি দেওয়ার কথা মনে হয় তার। অ্যাবের মনে হয়েছিল, অ্যাপোলো তার রথে চেপে যেভাবে যাতায়াত করে, নাসার প্রস্তাবিত এই বড় ধরনের কর্মসূচির জন্য এর চেয়ে যুতসই নাম আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু কেনেডি তো ঘোষণা দিয়েই খালাস। যুক্তরাষ্ট্র যখন চাঁদে মানুষ পাঠাবার কথা ভাবছে, তখন তাদের সত্যিকার অর্থেই সে ক্ষমতা ছিল না। আজকের মত উন্নত কম্পিউটার, রকেট, স্পেসস্যুট কিংবা অন্যান্য প্রযুক্তির কিছুই ছিল না তাদের। আবার যাত্রাপথে কী কী বাধা মোকাবেলা করতে হবে, কোন পথে, কীভাবে যেতে হবে তারও কোন হদিশ জানা ছিল না মার্কিন বিজ্ঞানীদের। এরকম আরও অনেক অভাব আর অজানা সত্ত্বেও শুধু প্রবল ইচ্ছাশক্তি জোরে মাত্র ৯ বছরের মাথায় যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা যায়, সেটা মানব ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেটি চাক্ষুস করে যেতে পারলেন না কেনেডি। ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর আততায়ীর গুলিতে নিহত হন তিনি।

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭ সাল। ততদিনে আততায়ীর হাতে নিহত ৩৫তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি। তার স্মরণে ১৯৬৩ সালে ফ্লোরিডায় নাসার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের নাম রাখা হল কেপ কেনেডি। এখান থেকেই অ্যাপোলো প্রজেক্টের প্রথম মানুষবাহী কর্মসূচি শুরু হবে। কিছুদিন পর অ্যাপোলো ১-এ চড়ে পৃথিবীর নিম্নকক্ষপথ পরীক্ষা করে দেখা হবে। দেওয়া হবে তারই মহড়া। *ক্রমশঃ*

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজ্য কমিশনের উদ্যোগে সেলাই বিতরণ অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায়। ছবি নিজস্ব।

সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে মহাভিযোগের ইঙ্গিত

নতুন দিল্লি, ১৮ আগস্ট : কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সৈয়দ নাসির হুসেন সোমবার জানিয়েছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কঠোর পদক্ষেপ বিবেচনা করতে পারে। এই মন্তব্যটি এসেছে সেই সময়, যখন একদিন আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাহুল গান্ধীকে একটি হলফনামা জমা দেওয়ার বা ক্ষমা চাওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেন।

প্রশ্ন করা হলে, বিরোধীরা কি জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে মহাবিযোগ প্রস্তাব আনতে পারে কিনা, উত্তরে হুসেন বলেন, "প্রয়োজনে আমরা গণতন্ত্রের সব অস্ত্র ব্যবহার করব নিয়ম অনুযায়ী। এখনও পর্যন্ত মহাভিযোগ নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি, তবে প্রয়োজনে আমরা সবকিছু করতে পারি।"

সূত্রের খবর, বিরোধী দলগুলো মনসুন অধিবেশনে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে মহাভিযোগ প্রস্তাব আনতে পারে।

এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে কর্ণাটকে রাহুল গান্ধীর "ভোট চুরি" অভিযোগকে কেন্দ্র করে। রবিবার, সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এই অভিযোগকে সংবিধানের "অপমান" বলে উল্লেখ করে বলেন, "হলফনামা দিতে হবে অথবা জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তৃতীয় কোনও বিকল্প নেই।"

রাহুল গান্ধী পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট। তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন আমার কাছে হলফনামা চায়, অথচ বিজেপির অনুরাগ ঠাকুর আমার মতোই কথা বলার পরেও তাঁর কাছে কিছু চায় না।"

কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেন, "আজ মনে হচ্ছিল বিজেপিই কথা বলছে। মহাদেবপুরার ১ লাখ ভুয়া ভোটার চিহ্নিত করার বিষয়ে কি কোনও উত্তর দিলেন তিনি?"

রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন, মহাদেবপুরা বিধানসভা কেন্দ্রে এক লাখের বেশি ভোট নকল ও অবৈধ উপায়ে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন সিসিটিভি ফুটেজ কেবল ৪৫ দিন সংরক্ষণ করে প্রমাণ নষ্ট করছে।

যদিও প্রধান নির্বাচন কমিশনার দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন ভোটারদের পাশে "অটল প্রাচীরের" মতো দাঁড়িয়ে আছে এবং রাহুলের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তবে আরজেডি এবং জেএমএম-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলো কংগ্রেসের পাশে এসে রাহুলের দাবি ও নথিপত্র নিয়ে স্বচ্ছতা দাবি করছে।এই পরিস্থিতিতে সৈয়দ নাসির হুসেনের মন্তব্য বিরোধীদের অবস্থানকে আরও স্পষ্ট করেছে যে, "গণতন্ত্রের সব অস্ত্র" ব্যবহারের বিষয়টি এখন খোলা রয়েছে।

বিহারে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ৬৫ লক্ষ ভোটারের তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন, দাবি-আপত্তির জন্য ১৫ দিনের সময়সীমা

নতুন দিল্লি, ১৮ আগস্ট : ভারতের নির্বাচন কমিশন বিহারের বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার পর ১ আগস্ট প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, সেই ৬৫ লক্ষ ভোটারের তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকাটি বিহার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের সরকারি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুথ লেভেল অফিসার-রা রাজনৈতিক দলগুলির নিযুক্ত বুথ লেভেল এজেন্ট, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহায়তায় ওই তালিকা প্রস্তুত করেছেন। মূলত যাঁরা ভোটার স্লিপ পাননি, তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলেই জানানো হয়েছে। তালিকাটিতে বাদ পড়া ভোটারদের নাম, এপিক নম্বর, আত্মীয়ের নাম ও সম্পর্কের ধরন, পুরনো পার্ট নম্বর ও সিরিয়াল নম্বর, বয়স, লিঙ্গ এবং বাদ পড়ার কারণ বিশদে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি এই তালিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট হন, তবে তিনি নিজের আধার কার্ডের অনুলিপিসহ দাবি বা আপত্তি জানাতে পারেন।

এই পদক্ষেপটি সুপ্রিম কোর্টের একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশের পর গৃহীত হয়। সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয় যে, বিহারের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম এবং তাঁদের বাদ যাওয়ার কারণ প্রকাশ করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, আদালতের নির্দেশ পাওয়ার ৫৬ ঘণ্টার মধ্যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং তিনি বিহারের ভোটার ও রাজনৈতিক দলগুলিকে বাকি থাকা ১৫ দিনের মধ্যে দাবি ও আপত্তি জানাতে অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেন, ১ সেপ্টেম্বরের পর কোনও ভুলত্রুটি চিহ্নিত করে সংশোধনের চেষ্টা করার কোনও মানে হবে না।

স্যার প্রক্রিয়া শুরু করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, গত দুই দশক ধরে সমস্ত রাজনৈতিক দলই ভোটার তালিকায় অসঙ্গতি সংশোধনের দাবি জানিয়ে আসছিল। সেই দাবির ভিত্তিতেই প্রথমে বিহার থেকে স্যার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং অন্যান্য নির্বাচনী রাজ্যগুলিতে এই প্রক্রিয়া কবে শুরু হবে, তা "উপযুক্ত সময়ে" জানানো হবে বলে সিইসি মন্তব্য করেন। বিরোধী দলগুলির তরফে ভোট চুরির যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তাকে উড়িয়ে দিয়ে কমিশন জানিয়েছে, ভোটার, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এবং বিএলও-রা মিলে মাঠপর্যায়ে স্বচ্ছ ও সহযোগিতামূলক পরিবেশে কাজ করছেন এবং প্রক্রিয়াটিকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন স্বাক্ষর ও ভিডিও টেস্টিমোনিয়ালের মাধ্যমে। কমিশনের অভিযোগ, জেলা সভাপতি ও বুথ লেভেল এজেন্টদের এই অনুমোদন রাজ্য ও জাতীয় নেতৃত্ব পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে।

ভোটার তালিকায় একাধিক ভোটারের একই ঠিকানায় নাম থাকার অভিযোগ সম্পর্কে সিইসি বলেন, অনেক পঞ্চায়েত ও পৌরসভা এলাকায় ঠিকানার নির্দিষ্ট নম্বরকরণ না থাকায় এবং বেআইনি বসতির কারণে 'শূন্য' বা কাল্পনিক ঠিকানা ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা একটি পুরনো এবং স্বীকৃত পদ্ধতি। তিনি বলেন, এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে১৯৬৬ সালের অসম, ১৯৮০ সালের রাজস্থান ও ১৯৮৫ সালের উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকায়ও বাড়ি নম্বর "০১" বা ফাঁকা রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে এই ভোটার তালিকার সংশোধন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কমিশন চায় যাতে কোনও প্রকৃত ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়েন এবং তালিকা থাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্ভুল।

বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রার দ্বিতীয় দিনে দেব সূর্য্য মন্দিরে পুজো দিলেন রাহুল গান্ধী

পাটনা, ১৮ আগস্ট : বিহারে চলমান ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় শুরু হয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন 'ভোটার অধিকার যাত্রা'। আজ যাত্রার দ্বিতীয় দিনে তিনি পৌঁছান ঔরঙ্গাবাদ জেলার বিখ্যাত দেব সূর্য্য মন্দিরে এবং সেখানে পুজো দেন। এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে অনিয়ম ও স্বচ্ছতার অভাব বিরোধীদের দাবি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো এবং ভোটারদের অধিকারের পক্ষে জনমত তৈরি করা। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে যাত্রায় অংশ নিচ্ছেন ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শীর্ষ নেতারাও। ১৬ দিনের এই যাত্রা বিহারের ২০টিরও বেশি জেলা অতিক্রম করে আগামী ১ সেপ্টেম্বর পাটনার গান্ধী ময়দানে সমাপ্ত হবে।

আজ সকালে রাহুল গান্ধী ঔরঙ্গাবাদের আম্বা, কুটুম্বা, পাটালগঙ্গা সহ একাধিক স্থানে পৌঁছে জনসংযোগ করেন এবং মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী প্রসাদ যাদব, বিহার কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ রাম এবং বিকাশশীল ইনসান পার্টির প্রধান মুকেশ সাহানী। এদিন বিকেল পর্যন্ত রাহুল গান্ধী গুরুয়ারু, বাগদিহা, দৌদনগর এবং পঞ্চানপুর সফর করবেন এবং সন্ধ্যায় গয়ায় খলিশ পার্কে একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেবেন।

এই যাত্রার মাধ্যমে বিরোধী দলগুলি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ওঠা অভিযোগবিশেষ করে বিহারে ৬৫ লক্ষ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া ও তাতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার অভিযোগজনগণের সামনে তুলে ধরতে চাইছে। কংগ্রেস এবং তার সহযোগী দলগুলি দাবি করছে, এই তালিকা সংশোধন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এতে গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ভোটারদের সচেতন করার পাশাপাশি এই যাত্রা কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ারও কৌশল হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সারাদেশজুড়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া: প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত জনজীবন নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, ভূমিধস ও বন্যা পরিস্থিতিতে জারি সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট : পাঞ্জাব রাজ্যে রবি ও বিয়াস নদীর জলস্তর বিপজ্জনক হারে বেড়ে যাওয়ার ফলে একাধিক জেলা এখন জলমগ্ন। হিমাচল প্রদেশে টানা বৃষ্টিপাত এবং জম্মু অঞ্চলে মেঘভাঙা বৃষ্টির কারণে নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে পাঠানকোট, গুরুদাসপুর, কপুরথলা, হোশিয়ারপুর, ফাজিলকা ও ফিরোজপুর জেলাগুলিতে। বিশেষ করে কপুরথলা ও হোশিয়ারপুরের প্রায় ২০টিরও বেশি গ্রাম এবং পাঠানকোট জেলার প্রায় ১০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। শত শত মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী বরিন্দর কুমার গোয়েল জানান, প্রায় ১৪,২০০ একর কৃষিজমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। অনেক স্থানে ধানখেত সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের ২৪ ঘণ্টার নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

পাশাপাশি, স্বাস্থ্য দফতর থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যব্যাপী ২০০০টিরও বেশি হাসপাতালের শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সম্ভাব্য মহামারী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী ডঃ বালবীর সিং জানান, ইতিমধ্যে ৪৩৮টি র‍্যাপিড রেসপন্স টিম, ৩২৩টি মোবাইল মেডিক্যাল টিম এবং ১৭২টি অ্যাম্বুলেন্স মোতায়েন করা হয়েছে। কপুরথলা ও হোশিয়ারপুরে স্বাস্থ্য শিবির খোলা হয়েছে এবং জলে সংক্রমণ ছড়ানোর বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জনগণকে সরকারের ১০৪ নম্বর হেল্পলাইনে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের মুম্বাই, কোকন ও পশ্চিম ঘাট অঞ্চলে টানা তিনদিনের প্রবল বৃষ্টিপাতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। মুম্বাই মহানগর এলাকা, রায়গড়, রত্নাগিরি, সাতারা, কোলহাপুর জেলাগুলিতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার হওয়ায় জেলেদের সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং এনডিআরএফ দলকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, বিমান যাত্রার আগে ফ্লাইটের সময়সূচি যাচাই করে নেওয়া উচিত, কারণ টানা বৃষ্টির কারণে বিমান চলাচলে প্রভাব পড়েছে।

গোয়ায় প্রবল বর্ষণে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত। আগামী গনেশ চতুর্থী উৎসবের কেনাকাটায় ভাটা পড়েছে। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কিছু এলাকায় ১০০ ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। মৌসুমি বৃষ্টি ইতিমধ্যেই ৯০ ইঞ্চি ছাড়িয়েছে। ভালপয়, ধারবন্দোরা, কেপেম এবং সাঙ্গুয়েম অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আইএমডি রাজ্যের জন্য অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে এবং জনগণকে নিরাপদে থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আগামীকাল পর্যন্ত টানা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। জম্মু, রিয়াসি, উদমপুর, রাজৌরি, পুঞ্চ, সাম্বা, কাঠুয়া প্রভৃতি এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দোডা, কিশওয়ার ও রামবানের কিছু জায়গায়ও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। জম্মু বিভাগের সমস্ত স্কুল আজ বন্ধ রাখা হয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃষ্টির ফলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড, ল্যান্ডস্লাইড, মাডস্লাইড এবং শুটিং স্টোন ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। জনগণকে নদী, খাল এবং পাহাড়ি এলাকার কাছাকাছি না যাওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। পর্যটকদেরও সতর্কভাবে পরিকল্পনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম-মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি নিম্নচাপ সিস্টেম তৈরি হয়েছে, যা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম, অনাকাপল্লে, কাকিনাড়া, গুন্টুরসহ একাধিক জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। সেখানকার বহু স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে।ওড়িশার মালকানগিরিতে জাতীয় সড়ক এবং ব্রিজগুলি জলের নিচে চলে গেছে। ঘরবাড়িতে জল ঢুকে পড়েছে, প্রশাসন ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে ব্যস্ত। রাজধানী ভুবনেশ্বরে টানা বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির কারণে যানচলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। আবহাওয়া দফতর দক্ষিণ ওড়িশার কালাহান্ডি, রায়গড়া, গজপতি, গঞ্জাম, নুয়াপাড়া সহ একাধিক জেলার জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করেছে।হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ছিল মান্ডি জেলার কাটুয়ালায় (১২০ মিমি) এবং কাংড়ার নাগরোটা সুরিয়ানে (১১০ মিমি)। বিভিন্ন স্থানে ভূমিধসের কারণে তিনটি জাতীয় সড়কসহ বহু রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চলতি বর্ষায় রাজ্যে এখন পর্যন্ত ২৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ রয়েছেন ৩৭ জন। বৃষ্টির প্রভাব এতটাই প্রবল যে, এখনও বহু এলাকায় উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর হঠাৎ করে বেড়ে গিয়ে ২০৫.২৪ মিটারে পৌঁছেছে, যা সতর্কতা সীমা ২০৪.৫ মিটারের ওপরে। হথিনিকুন্ড ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার ফলেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সারাদেশজুড়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, ভূমিধস, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং প্লাবনের মতো বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসন ত্রাণ, উদ্ধার এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা জোরদার করার চেষ্টা করছে। তবে সাধারণ নাগরিকদেরও সতর্ক থাকতে এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পূর্ব জৈন্তিয়া হিলসে ৪ কোটি টাকার হেরোইনসহ মণিপুরের তিন মহিলা গ্রেপ্তার

শিলং, ১৮ আগস্ট মেঘালয় পুলিশের অ্যান্টি-নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স ও জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে আন্তঃরাজ্য মাদকচক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য এসেছে। রবিবার (১৬ আগস্ট) পূর্ব জৈন্তিয়া হিলস জেলায় চালানো অভিযানে ৪ কোটি টাকার হেরোইনসহ মণিপুরের তিন মহিলাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই চক্র চুরাচাঁদপুর (মণিপুর) থেকে শিলং পর্যন্ত মাদক পাচারের পরিকল্পনায় যুক্ত ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ পূর্ব জৈন্তিয়া হিলস জেলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ চেকপোস্ট বসায়। প্রথম বড়সড় অভিযানটি হয় সকাল ১১টার দিকে উমকিয়াং পুলিশ পেট্রোল পোস্টে, যেখানে একটি মারুতি সুজুকি এস-প্রেসো গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। স্বতন্ত্র সাক্ষীদের উপস্থিতিতে চালানো তল্লাশিতে চারটি ট্রাভেল ব্যাগে রাখা ৮০টি সাবান কেস থেকে ৯৬১.৩৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। বাজারার হিসেব অনুযায়ী এর বাজারমূল্য প্রায় ৪ কোটি টাকা।

এই ঘটনায় মণিপুরের খোংজম এলাকার তিন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম: কিমনেই (৩৩), ডিমখোথিং (৪৭), এবং এনগাইতিং (৪০)। পূর্ব জৈন্তিয়া হিলস জেলার পুলিশ সুপার বিকাশ কুমার বলেন, "তল্লাশির সময় তিনটি ব্যাগে হেরোইন ভর্তি সাবান কেস পাওয়া গেছে। তদন্তের স্বার্থে আরও তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" একই দিনে দ্বিতীয় অভিযানটি হয় বিকেল ২টা ১৫ মিনিটে বাইন্দিহাটি গ্রামে, ক্লেহরিয়াট থানার অন্তর্গত এলাকায়। এখানে চুরাচাঁদপুর থেকে শিলংগামী একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে মাদানরিটিং, শিলং-এর বাসিন্দা ইসাক এল. জাউটে (২৬) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে ৯১.৮৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়, যার বাজারমূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।এই দুই ঘটনায় লুমশনং ও ক্লেহরিয়াট থানায় মাদকদ্রব্য ও মনোপ্রভাবকারী পদার্থ নিয়ন্ত্রণ আইন—এর অধীনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

ইমফল ও বিষ্ণুপুরে পুলিশের জোড়া সাফল্য, মণিপুরে চাঁদাবাজ ও মাদক চক্রে জড়িত চার জন গ্রেপ্তার

ইমফল/বিষ্ণুপুর, ১৮ আগস্ট মণিপুর পুলিশ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে চাঁদাবাজি ও মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ইমফল পশ্চিম জেলার ঘারী মাখা লাইকাই এলাকা থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে কেএসিপি (পিপলস ওয়ার গ্রুপ)—এর এক সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিষ্ণুপুর জেলায় এনএইচ—০২ সড়ক ধরে চলা একটি বড় মাদক পাচার চক্রের সন্ধান পেয়ে পুলিশ ৩৬৯ গ্রাম হেরোইন সহ তিনজনকে আটক করেছে।

ইমফল পশ্চিম জেলার লমফেল থানার আওতাধীন ঘারী মাখা লাইকাই এলাকায় ১৬ আগস্ট রাতে চালানো একটি নির্দিষ্ট অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয় ইউমনাম মিলাঞ্জিত মেইতেই (৩৩)—কে। তিনি কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টির (পিপলস ওয়ার গ্রুপ) সক্রিয় সদস্য এবং লাইরেনকাবি আওয়াং লাইকাই মামাং লেইরাক এলাকাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ে লিপ্ত ছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। গ্রেপ্তারের সময় তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে, যা থেকে চাঁদাবাজি চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পদক্ষেপ রাজ্যে চলমান চাঁদাবাজ ও অপরাধ চক্র নির্মূলের লক্ষ্যে পুলিশের গোয়েন্দাভিত্তিক যৌথ তল্লাশি অভিযানের অংশ।

এদিকে, একই দিনে বিষ্ণুপুর জেলার মোইরাং থানার অন্তর্গত তেরাখোংশাংবি বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি গাড়ি ও মোবাইল ফোন সহ দুইজনকে হেরোইন সহ আটক করা হয়। ধৃতরা হলেন মোঃ নজেরউদ্দিন ওরফে বাবু ফিশুবাম (৪২) এবং মোঃ আলতাব খান ওরফে বয় মোইজিংমায়ুম (৩১), উভয়েই কোয়াক্তা ওয়ার্ড নং ৮—এর বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে ২২টি সাবান কেসে রাখা মোট ২৫৬ গ্রাম হেরোইন, একটি চারচাকা গাড়ি ও দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এর কিছুক্ষণ পর, আরও একজন মাদক কারবারি মোঃ আরুব খান ইফাম ওরফে খাঞ্জা (২৬)—কে কোয়াক্তা সাবল লাইকাই এলাকা থেকে ফৌগাকচাও ইখাই থানার আওতায় গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১০টি সাবান কেসে থাকা ১১৩ গ্রাম হেরোইন, একটি চারচাকা গাড়ি ও একটি মোবাইল ফোন সহ সিম কার্ড।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং গোটা মাদক সরবরাহ চক্রের উৎস ও ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত চলছে। রাজ্যে বেড়ে চলা মাদক পাচার ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ রুখতে প্রশাসন আরও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা।

ছত্তীসগড়ে আইইডি বিস্ফোরণ: ইন্দ্রাবতী ন্যাশনাল পার্কে ফের নকশাল হামলা

বিজাপুর, ১৮ আগস্ট:ছত্তীসগড়ের বিজাপুর জেলার ইন্দ্রাবতী ন্যাশনাল পার্কে আজ সোমবার সকালে একটি আইইডি বিস্ফোরণে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড-এর এক জওয়ান শহিদ হন এবং আরও তিন জওয়ান আহত হন। এই বিস্ফোরণটি নকশাল বিরোধী অভিযানের সময় ঘটে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শহিদ জওয়ানের নাম দিনেশ নাগ। অভিযান চলাকালীন তিনি অসাবধানতাবশত পায়ের নিচে চাপা আইইডি-তে পা রাখেন, যার ফলে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে। আহত তিন জওয়ানকে নিরাপদে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা হয়েছে এবং তাঁরা বর্তমানে বিপদমুক্ত বলে জানানো হয়েছে।এই ঘটনায় চলতি বছরে নকশাল হামলায় শহিদ হওয়া নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা দাঁড়াল ২০, যা গত বছরের তুলনায় এক জন বেশি। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ১৯।

প্রসঙ্গত, ইন্দ্রাবতী ন্যাশনাল পার্কে গত জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, জুন ও জুলাই মাসে একাধিক সংঘর্ষে নিরাপত্তাবাহিনী অন্তত ৪৪ জন মাওয়াদিকে হত্যা করেছে। জুলাই মাসেই এই এলাকায় মাওবাদীরা দু'জন 'শিক্ষা দূত' (চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক)-কে হত্যা করে, তাঁদের পুলিশ-গুপ্তচর সন্দেহে।এই অঞ্চলটি বহুদিন ধরেই মাওবাদীদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বনাঞ্চলের ভিতরে অসংখ্য চাপ সংবেদী আইইডি পুঁতে রাখে তারা, যাতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সহজেই ফাঁদে পড়ে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ডিআরজি হল একটি বিশেষ রাজ্য-স্তরের বাহিনী, যেখানে জঙ্গলের প্রাক্তিক জনজাতি সম্প্রদায়ের যুবকদের, এমনকি আত্মসমর্পণকারী নকশালদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বাহিনী গঠন ছত্তীসগড় সরকারের নকশাল দমনের একটি কৌশলগত পদক্ষেপ, যা কার্যকর হলেও বিতর্কিত বলেই মনে করা হয়।

ভোট চুরির অভিযোগ নিয়ে রাজ্যব্যাপী অন্দোলনের ঘোষণা প্রদেশ কংগ্রেসের। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

নারকেল দিয়ে চালকুমড়ো ঘণ্ট

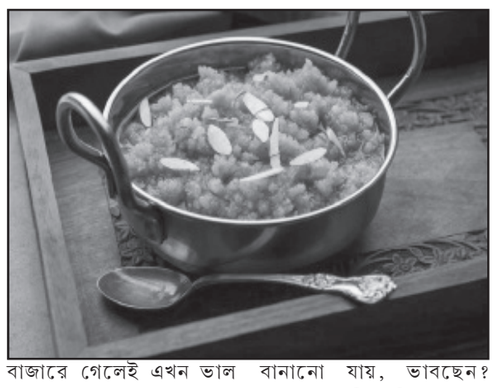

বাজারে গেলেই এখন ভাল চালকুমড়োর দেখা মেলে। থলিভর্তি করে চালকুমড়ো নিয়ে আনলেও আবার ঝক্কি পোহাতে হয়। সাধারণ তরকারি বানালে কেউই খুব বেশি খেতে চায় না এই সব্জি। নারকেল দিয়ে চালকুমড়ো ঘণ্ট ছাড়া আর কী বানানো যায়, ভাবছেন? চালকুমড়ো দিয়ে কিন্তু নোনতা থেকে মিষ্টি, নানা ধরনের রেসিপি বানানো যায়।

রইল এমন ৩টি সুস্বাদু রেসিপি, চালকুমড়ো দিয়ে যা ঝটপট বানিয়ে ফেলতে পারেন।

চালকুমড়োর হালুয়া: একটা চালকুমড়ো ভাল করে গ্রেড করে নিন। এ বার চালকুমড়ো থেকে অতিরিক্ত জল চিপে বার করে নিন। কড়াইতে বেশি করে ঘি গরম করে এলাচ ফোড়ন দিন। চালকুমড়ো দিয়ে অল্প আঁচে নাড়াচাড়া করুন। এ বার দুধ দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। দুধ ঘন হয়ে এলে চিনি কিংবা মিল্কমেড দিন। হালুয়া থেকে ঘি ছাড়তে শুরু করলে উপর থেকে পিস্তা-বাদাম কুচি আর এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

চালকুমড়োর স্যুপ: চালকুমড়ো ঘষে নিন। এ বার কড়াইতে সামান্য মাখন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, আদা কুচি ভেজে নিন। স্বাদমতো নুন ও গোলমরিচ দিন। এ বার গ্রেট করা চাল কুমড়ো, সব রকম সব্জি, আর চিকেন স্টক দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঠান্ডা করে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। আবার একটু গরম করে পরিবেশন করুন চালকুমড়োর স্যুপ।

পোরিয়াল: নারকেল দিয়ে চালকুমড়ো তো প্রায়ই খান, তবে ভিন্নস্বাদের একটি রেসিপি বানিয়ে দেখতে পারেন। ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন চালকুমড়ো। এ বার কড়াইতে তেল গরম করে সর্ষে, কারিপাতা, বিউলির ডাল ফোড়ন দিয়ে। এ বার চালকুমড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। পরিমাণ মতো নুন, হলুদ দিয়ে ভাজাভাজা করে নিন। এ বার শুকনো তাওয়ায় ভেজে রাখা বেসন ছড়িয়ে দিন সব্জির উপর। মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে রান্না করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পোরিয়াল।

সন্তানকে প্রথম বার নিজে হাতে স্নান করাবেন, কী কী মাথায় রাখবেন?

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর সদ্যোজাত সন্তানকে প্রথম বার ধরতে গেলেই কেমন যেন বুক কেঁপে ওঠে। ছোট্ট, তোয়ালের মধ্যে দলা পাকানো শরীরটা কী করলে আরাম পাবে, সেই চিন্তা ঘুরতে থাকে মাথায়। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর প্রথম দু'-এক দিন স্নান না করালেও চলে। তবে গরমকাল এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখারও প্রয়োজন রয়েছে।

তাই স্নান করানো জরুরি বলে মনে করেন অনেকেই। তবে স্নান করানোর সময়ে অযথা ঝক্কি এড়াতে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতেই হবে।

স্নানের আগে কোন কোন বিষয় মাথায় রাখতে হবে?

১) গামলায় খুব বেশি জল নেওয়া যাবে না। যাতে আধশোয়া অবস্থায় থাকলে যেন শিশুর কাঁধ পর্যন্ত জল না পৌঁছয়।

২) শিশুর গায়ে জল দেওয়ার আগে নিজের কনুই ডুবিয়ে দেখে নিতে হবে, জলের তাপমাত্রা কেমন। ৩) শিশুর গা থেকে পোশাক খোলানোর আগে চেষ্টা করতে হবে ঘরের সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ রাখার। যেন বাইরের হাওয়া সরাসরি শিশুর গায়ে না লাগে, সে দিকে নজর রাখতে হবে। ৪) এ বার পায়ের পাতা ধীরে ধীরে জলের মধ্যে রাখতে হবে। জলের তাপমাত্রার সঙ্গে শিশুর শরীর খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করলে পুরো শরীরে জল দেওয়া যেতে পারে। ৫) জল দেওয়ার পর গায়ে শিশুদের জন্য তৈরি মাইল্ড তরল সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে। মুখে আলাদা করে সাবান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ৬) স্নান হয়ে গেলে গামলার জল ফেলে দিতে হবে। এ বার মাথায় শ্যাম্পু করানোর জন্য স্নানের জলের তুলনায় ঠান্ডা জল নিতে হবে। ৭) এ বার কোলের মধ্যে রেখে শুধু মাথাটুকু ভিজতে পারে এমন ভাবে জল দিয়ে ধুইয়ে দিতে হবে। এ বার নরম, সুতির কাপড় ভিজিয়ে তার মধ্যে শ্যাম্পু দিতে হবে। ওই কাপড়ের সাহায্যে মাথার সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত হালকা হাতে ঘষে ঘষে মাথা পরিষ্কার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, চোখে যেন জল না আসে। শ্যাম্পুর ফেনা চোখে লাগলেও শিশুরা অস্বস্তিতে পড়তে পারে। সে দিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। ৮) এ বার শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভাল করে গা মুছিয়ে নিতে হবে। মাথার জন্য আলাদা তোয়ালে ব্যবহার করাই শ্রেয়। ৯) স্নান শুরুর আগে হাতের কাছে আলাদা তোয়ালে, পোশাক, পাউডার রাখতে হবে।

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বাঙালির লেগেই রয়েছে

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বাঙালির লেগেই রয়েছে। দৈনন্দিন যাপনের সঙ্গেই যেন মিশে আছে এই ধরনের সমস্যা। হজমের গোলমালে ওজন বেড়ে যেতে পারে। তাই ছিপছিপে থাকতে হজমজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। তবে হজমের গোলমাল ঠেকাতে অনেকে বিভিন্ন ওষুধ খান। এই ধরনের ওষুধ বেশি না খাওয়াই ভাল। শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়।

হিতে বিপরীত হয় অনেক সময়ে। বরং হজমের গোলমাল ঠেকাতে সকালের কিছু অভ্যাস করা জরুরি।

ভেজানো কাঠবাদাম খান

কাঠবাদাম শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই বাদামে রয়েছে ভিটামিন ই, ম্যাগমেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, প্রোটিন, মিনারেলসের মতো উপাদান। প্রতিটি উপাদান শরীর ভিতর থেকে সুস্থ রাখে, হজমের গোলমাল কমায়। ড্রাই ফ্রুটস খান অনেকেই। তবে কাঠবাদাম সে ভাবে খেলে হবে না। হজমের সমস্যা ঠেকাতে কাঠবাদাম খেতে হবে ভিজিয়ে।

ঈষদুষ্ণ লেবুজল

ওজন ঝরাতে খালিপেটে লেবুজল খান অনেকেই। তবে এই পানীয় শুধু ওজন ঝরাতে উপকারী নয়। হজমের সমস্যা থেকে দূরে রাখতেও এর ভূমিকা অনেক। লেবুতে থাকা অ্যাসিড পেটে গ্যাস জমতে দেয় না। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায় লেবুজল। তাই নিয়ম করে খালিপেটে যদি খেতে পারেন এই পানীয়, তা হলে উপকার পাবেন।

শরীরচর্চা

সুস্থ থাকতে শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। নিয়ম করে এই অভ্যাস করলে অনেক রোগবালাই থেকে দূরে থাকা যায়। হজমের সমস্যাও কমে। তবে কী ধরনের শরীরচর্চা করলে তবেই এই উপকার পাওয়া যায়, তা জেনে নেওয়া জরুরি। স্ট্রেচিং করতে পারেন কিংবা যোগাসন। তবে জিম করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

উল্টো দিকে হাঁটা শরীরের জন্য ভাল

জিমে গিয়ে যন্ত্রপাতির সাহায্যে শরীরচর্চা বা যোগাসন, কোনওটাই পছন্দ নয়। শরীরের অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে, ফিটনেস বজায় রাখতে আদি এবং অকৃত্রিম ব্যায়াম হাঁটার উপরেই ভরসা করেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল থেকে ওবেসিটি সমস্ত কিছুর দাওয়াই হাঁটা। কিন্তু বেশ কিছু দিন হাঁটাহাটি করার পরেও আশানুরূপ ফল মেলে না অনেকের। অনেকেরই ধারণা নেই, কী ভাবে হাঁটলে এবং কতটা হাঁটলে তার প্রভাব শরীরে গিয়ে পড়তে পারে। ফিটনেস প্রশিক্ষকেরা প্রায়শই বলে থাকেন, কতটা হাঁটছেন, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল কী ভাবে হাঁটছেন। সাধারণত হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে চলাই দস্তুর। কিন্তু শুনতে অস্বাভাবিক লাগলেও শরীরের সার্বিক উন্নতির জন্য পিছনে হাঁটার অভ্যাস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিছনে হাঁটা অভ্যাস করলে কী কী উপকার হতে পারে

১) ক্যালোরি ঝরে

প্রশিক্ষকেরা বলছেন, সামনে হাঁটার অভ্যাস যে পরিমাণ ক্যালোরি পোড়ায়, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ ক্যালোরি বার্ন করা সম্ভব উল্টো দিকে হেঁটে।

২) মন ভাল রাখে

মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়ার মধ্যে একঘেয়েমি আসা স্বাভাবিক। শরীরের সঙ্গে মনের গভীর যোগ রয়েছে। শরীরচর্চার সঙ্গে মন যদি ভাল না থাকে, সে ক্ষেত্রে ওজনে প্রভাব পড়বে না। উল্টো দিকে, হাঁটলে সেই একঘেয়েমি কাটতে পারে।

৩) পায়ের পেশি মজবুত করে

পায়ের পেশি মজবুত করতে ব্যায়াম যত না কাজ করে, তার চেয়ে দ্রুত কাজ করে উল্টো দিকে হাঁটা। শুধু পায়ের নয়, দেহের নিম্নাংশের সব পেশির নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে।

৪) দেহেরভারসাম্য

উল্টো দিকে হাঁটলে দেহের ভারসাম্য বজায় থাকে। অনেকেই ব্যালান্সের অভাবে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যান। তাঁরা এই ভাবে হাঁটা অভ্যাস করলে উপকার পেতে পারেন। ৫) বিপাকহার উন্নত করে ওজন ঝরানো থেকে সার্বিক ভাবে শরীরের উন্নতি সাধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল বিপাকহার। বিপাকহার উন্নত করতে অনেকেই নানা রকম পানীয় খেয়ে থাকেন। তবে প্রশিক্ষকেরা বলছেন, পানীয়ের সঙ্গে উল্টো দিকে হাঁটা যোগ করলে তা আরও জোরদার ভাবে বিপাকহারকে প্রভাবিত করবে।

কোলেস্টেরলের চোখরাঙানি বেড়েছে

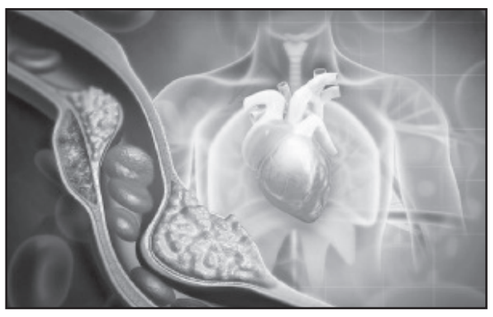

অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া এবং শরীরচর্চার অভাবের জেরে বেশির ভাগ ঘরেই এখন হার্টের রোগী আছেন। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে '২খারাপ" কোলেস্টেরল এ সব যেন মানুষের নিত্যসঙ্গী। এক বার ওষুধ খাওয়া শুরু করলে আর রেহাই নেই। তাই প্রথম থেকেই ওষুধনির্ভর জীবন বেছে না নিয়ে, ডায়েটে কিছু পরিবর্তন এনে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই কোলেস্টেরলকে জব্দ করুন।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজের ডায়েট থেকে অতিরিক্ত চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, চিনি বাদ দিতে হবে। প্রতি দিন রান্নায় বেশি তেল ব্যবহার করা যাবে না। আর এমন খাবারই খান, যাতে ওজন না বাড়ে। ওজন যথাযথ থাকলে কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বেশি করে শাকসব্জি ডায়েটে রাখলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। উদ্ভিজ খাবারে দ্রবণীয় ফাইবার বেশি মাত্রায় থাকে। দ্রবণীয় ফাইবার কোলেস্টেরল ও লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ওটমিল, আপেল, মটরশুটির মতো খাবার দ্রবণীয় ফাইবারের একটি ভাল উত। তা বীজ, চিয়া বীজ, রসুন, পেঁয়াজ, সয়াবিন, টফু এবং সয়া দুধে ভাল মাত্রায় দ্রবণীয় ফাইবার থাকে।

কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজের ডায়েট থেকে অতিরিক্ত চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, চিনি বাদ দিতে হবে। ছবি:শাটারস্টক।

পুষ্টিবিদদের মতে, ঈষদুষ্ণ জলে সব রকম বীজ ভিজিয়ে সকালে খাওয়ার অভ্যাস করলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। সঙ্গে ডাবের জল খেতে পারেন। ডাবের জল শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ময়দার বদলে জলখাবারে বার্লির রুটি খাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে বাটিভর্তি স্যালাড খাওয়া অভ্যাস করুন।

ছুটির দিনে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো

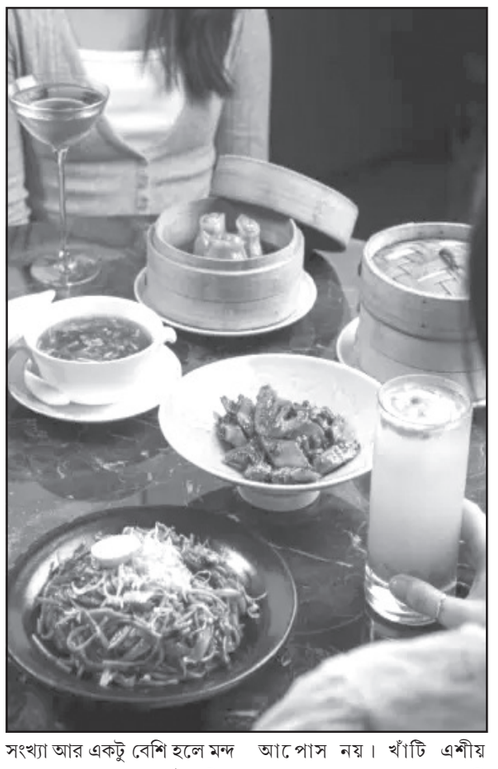

ছুটির দিনে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে কমবেশি সকলেই ভালবাসেন। কেউ ময়দানে হাতে হাত রেখে ঘুরতে ভালবাসেন কেউ আবার নিরিবিলিতে সময় কাটাতে পছন্দ করেন। কারও কাছে আবার খাওয়াদাওয়াটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রিয় জনের সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত কাটানোর জন্য ভাল রেস্তরাঁর খোঁজ করছেন? গন্তব্য হতে পারে "ইওচা"।

এশীয় খাবার পছন্দ হলে কোয়েস্ট মলের এই রেস্তরাঁটি কিন্তু প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানোর পছন্দের ঠিকানা হতেই পারে।

রেস্তরাঁয় ঢুকলেই নজর কাড়বে আশপাশের পরিবেশ। কাচঘেরা দেওয়ালের ওপারে শহর কলকাতার ব্যস্ততার ছবি আর এ পারে শুধুই যেন তুমি আর আমি। সম্প্রতি "ইওচা" নিয়ে এসেছে তাদের সপ্তাহান্তের বিশেষ "ব্রাঞ্চ মেনু"। মোমোপ্রেমী হলে এই মেনু কিন্তু আপনার মনে ধরবে। স্টার্টার, মেন কোর্স, ডেসার্ট, মকটেল দিয়ে সাজানো মেনুতে থাকছে রকমারি খাবারের বাহার। বিশেষ "ব্রাঞ্চ মেনু"তে আপনি বেছে নিতে পারেন নিজের পছন্দের খাবার। হট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন স্যুপ উইথ ট্রামপেট মাশরুম কিংবা ভেজ সুইট কর্ন স্যুপ বেছে নিতে পারেন পছন্দ অনুযায়ী। মেনুতে থাকছে মোমোর নানা পদ, তবে পর্ক অ্যান্ড প্রন সুই মাইটা চেখে দেখতে ভুলবেন না। ভিন্ন স্বাদের ডাম্পলিং খাওয়ার ইচ্ছে হলে সিটাকে মাশরুম ডাম্পলিংও আপনার খেতে ভাল লাগবে। মেনকোর্সেও থাকবে ফ্রায়েড রাইস, নুডল, চিকেনের নানা পদ। এই মেনুতে যে পদটার কথা না বললেই নয়, তা হল চকোলেট হেজলনাট মুজ। মিষ্টিপ্রেমী হলে রাস্পবেরি ডিলাইটও আপনার মন কাড়বে। খাবারের সঙ্গেই অর্ডার করে ফেলতেই পারেন পছন্দসই ককটেল।

সপ্তাহান্তে বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে ডেট হোক কিংবা পরিবারের সঙ্গে হইহল্লোড় "ইওচা"কে রাখতেই পারেন পছন্দের তালিকায়। সপ্তাহান্তে বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে ডেট হোক কিংবা পরিবারের সঙ্গে হইহল্লোড় "ইওচা"কে রাখতেই পারেন পছন্দের তালিকায়। এই "ব্রাঞ্চ মেনু"র জন্য জনপ্রতি খরচ পড়বে ১৯৫০ টাকা। দাম অনুযায়ী খাবারের পদগুলির সংখ্যা আর একটু বেশি হলে মন্দ হত না। মেন কোর্সে আমিষ কিংবা নিরামিষ, দু'ক্ষেত্রেই আরও কিছু বিকল্প পদ থাকলে গ্রাহকরা আরও বেশি উপভোগ করতে পারতেন এই মেনু। তবে রান্নার স্বাদ নিয়ে কোনও রকম আপোস নয়। খাঁটি এশীয় খাবারের স্বাদ পাবেন সব ক'টি পদেই। এখানকার সুই মাই ও ডাম্পলিং সত্যিই অনবদ্য। শনি ও রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই ব্রাঞ্চ মেনু উপভোগ করতে পারবেন গ্রাহকরা।

ভাজাভুজি মানেই অস্বাস্থ্যকর নয়

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাইরের খাবার কম খান অনেকেই। তবে বাঙালি ভোজনরসিক। স্বাস্থ্যসচেতন বাঙালির হেঁশেলেও বৃষ্টি- বাদলার সন্ধ্যায় মাঝেমাঝে পকোড়া, ফিশফ্রাইয়ের মতো মুখরোচক খাবার তৈরি হয়। এই ধরনের খাবার সাধারণত ডোবা তেলে ভাজা হয়। শরীরের খেয়াল রাখতে ডোবা তেলে ভেজা খাবার খান না অনেকেই।

তবে তেলে ভাজা মানেই যে তা অস্বাস্থ্যকর, তা কিন্তু নয়। ডোবা তেলে ভাজা খাবার খেয়েও কিন্তু সুস্থ থাকা যায়। সে ক্ষেত্রে ভাজার সময় কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

১) ছোট এবং বড় গ্যাস ওভেনে দুই ধরনের বার্নার থাকে। ডিপ ফ্রাই করার ক্ষেত্রে সব সময় ছোট বার্নার ব্যবহার করা জরুরি। আঁচ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। খাবার খুব কড়া হয়ে যায় না। বড় বার্নারে কিছু রান্না করলে আঁচ সহজে কমানো যায় না। তাতে খাবার বেশি ভাজা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

২) ভিজে কড়াইয়ে তেল ঢালবেন না। যে কোনও রান্নার প্রথম শর্ত এটাই। কড়াই ভাল করে গরম না হলে তেল না দেওয়াই ভাল। এতে রান্নার স্বাদ ভাল হয় না। সেই সঙ্গে খাবার তেল শোষণ করে বেশি। আগুনের তাপে কড়াই তেতে উঠলে তবেই তেল ঢালুন।

৩) ভাজাভুজির ক্ষেত্রে আঁচ একটা বড় বিষয়। কখনও বেশি আঁচে কিছু ভাজবেন না। তাতে খাবারের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। বেশি মুচমুচেও হয়ে যায়।

৪) অনেক সময় তেলের পরিমাণ বেশি হলেও খাবার কড়াইয়ে আটকে যায়। তেমন কিছু হবে কি না, তা আগে এক বার যাচাই করে নেওয়া জরুরি। তেল দেওয়ার আগে এক বার কোনও খাবারের টুকরো কড়াইয়ে ফেলে দেখুন, আটকাচ্ছে কি না। যদি খাবার কড়াইয়ে লেগে যায়, তা হলে কড়াই আরও এক বার মেজে নিতে পারেন।

দিমা হাসাওয়ে ৪৮ বছর বয়সী বিনা ইংতিপিকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে ৫ জন গ্রেপ্তার, রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ

গুয়াহাটি, ১৮ আগস্ট : আসামের দিমা হাসাও জেলার উমরাংসোতে ৪৮ বছর বয়সী এক মহিলা, বিনা (সাবিনা) ইংতিপিকে গণধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এই জঘন্য অপরাধের ঘটনা পুরো অঞ্চলকে হতবাক করে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে বিভিন্ন মহল থেকে বিচার দাবি ও নিন্দা জানানো হচ্ছে।

পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে এই মামলার সাথে জড়িত ৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন স্টিফেন হানসে (উমরাংসো), রবীন্দ্র রানা (নেপাল), আবদুল হান্নান (বরপেটা), সত্য আচার্য্যী (লঙ্কা), এবং আরিয়ান চৌধুরী (মধ্য প্রদেশ)। জানা গেছে, তারা সকলেই এল অ্যান্ড টি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির কর্মচারী এবং ওই এলাকায় কর্মরত ছিলেন।

প্রাথমিকভাবে, তিন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছিল এবং পরবর্তী তদন্তে আরও দু”জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে যে ভুক্তভোগীর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে 'কঠোরতম ব্যবস্থা' নেওয়া হবে।

এই অপরাধের ঘটনায় জেলাজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বড়ো লংলাই গ্রামে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। এই আন্দোলনে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেয় এবং শ্লোগান দিয়ে জানায় যে এই অপরাধ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, এটি সমস্ত নারীর সম্মান ও সুরক্ষার উপর একটি আক্রমণ।

বেসামরিক সমাজ গোষ্ঠী, অধিকার কর্মী এবং মহিলা সংগঠনগুলি এই পাশবিক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। স্থানীয় সংগঠনগুলির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই অপরাধ শুধুমাত্র একজন মহিলার উপর আক্রমণ নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির উপর একটি আঘাত। এটি মহিলাদের নিরাপত্তা, সম্মান এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জরুরি প্রয়োজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।'

অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ প্রশংসিত হলেও, এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সহিংস অপরাধের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ রয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং কর্মীরা কর্তৃপক্ষকে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থা এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

উমরাংসোর বিক্ষোভকারীরা সতর্ক করেছেন যে ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। একজন বিক্ষোভকারী বলেছেন, 'অপরাধীদের অবিলম্বে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। ন্যায়বিচারে বিলম্ব সমাজের বেদনাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।'

তাইওয়ানের চারপাশে চীনের সামরিক তৎপরতা অব্যাহত, বরিস জনসনের আহ্বান: "তাইওয়ানের পাশে দাঁড়াক পশ্চিমা বিশ্ব"

তাইপেই, ১৮ আগস্ট : তাইওয়ানের চারপাশে চীনা সামরিক তৎপরতা আবারও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ৬টা পর্যন্ত তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে যে, তারা ছয়টি চীনা সামরিক বিমান এবং পাঁচটি নৌযান নিজেদের আকাশ ও সমুদ্রসীমার আশপাশে সক্রিয় অবস্থায় শনাক্ত করেছে। মন্ত্রকের মতে, এই ছয়টি বিমানের মধ্যে তিনটি মধ্যবর্তী রেখা অতিক্রম করে তাইওয়ানের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম এয়ার ডিফেন্স আইডেন্টিফিকেশন জোন-এ প্রবেশ করে। এক্স-এ প্রকাশিত একটি পোস্টে এমএনডি জানিয়েছে, "৬টি পিএলএ বিমানের উড্ডয়ন ও ৫টি পিএলএএন নৌযান তাইওয়ানের চারপাশে সক্রিয় অবস্থায় ছিল আজ সকাল ৬টা পর্যন্ত। এর মধ্যে ৩টি বিমান মধ্যরেখা অতিক্রম করে আমাদের উত্তর এডিআইজেড-এ প্রবেশ করে। আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি এবং যথাযথভাবে সাড়া দিচ্ছি।"চীনের এমন ঘন ঘন আকাশ ও সমুদ্রসীমা লঙ্ঘনের ঘটনা তাইওয়ান ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। উল্লেখ্য, রবিবারেও একই ধরণের তৎপরতা দেখা গিয়েছিল, যেখানে ছয়টি চীনা যুদ্ধবিমানের মধ্যে দুটি মধ্যরেখা অতিক্রম করেছিল এবং তাইওয়ানের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম এডিআইজেড-এ প্রবেশ করেছিল। তাইওয়ানের পক্ষ থেকে এই ধরনের আচরণকে আন্তর্জাতিক নীতিমালার লঙ্ঘন ও তাইওয়ানের নিরাপত্তার প্রতি সরাসরি হুমকি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।এদিকে, পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে তাইওয়ানের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। গত সপ্তাহে তাইপেইতে অনুষ্ঠিত ৯ম কেটাগালান ফোরাম ২০২৫ ইন্দো-প্যাসিফিক সিকিউরিটি ডায়ালগ-এ বক্তৃতা দিতে গিয়ে জনসন বলেন, পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় দেশগুলির উচিত তাইওয়ানের গণতন্ত্র, উদ্ভাবন এবং স্বাধীনতার পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো। তিনি বলেন, "তাইওয়ান একটি গণতান্ত্রিক দেশ, উদ্ভাবনের মডেল, এবং এটি কারও জন্য হুমকি নয়। তাহলে কেন বেইজিংয়ের এত আগ্রহ এই দ্বীপটিকে দখল করার? আমরা তাইওয়ানের পাশে আছি। আমি এখানে এসেছি পশ্চিমা সংহতির বার্তা দিতে।" বরিস জনসন আরও বলেন, "যখন চীন চাপ সৃষ্টি করছে, তখন আমাদের দরকার সাহস। দরকার তাইওয়ানের পাশে দাঁড়ানোর মনোভাব। বেইজিংয়ের প্রতি নম্র হতে গিয়ে আমাদের যেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত না হতে হয়। আমাদের উচিত তাইওয়ানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব আরও গভীর করা।"

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, চীনের এই সামরিক তৎপরতা শুধু তাইওয়ানের ভৌগোলিক অখণ্ডতাকেই চ্যালেঞ্জ করছে না, বরং সমগ্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতিশীলতাও বিপন্ন করছে। চীন দীর্ঘদিন ধরেই তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করে আসছে, যদিও তাইওয়ান নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেখে এবং আন্তর্জাতিক মহলের স্বীকৃতির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পিএলএ-র এই অনুপ্রবেশ মূলত চীনের তরফে শক্তি প্রদর্শন এবং পশ্চিমা দেশগুলিকে কূটনৈতিক বার্তা পাঠানোর একটি কৌশল বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রতিবারের মতো এবারও তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা বাহিনী পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং সম্ভাব্য যেকোনও বিপদের মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।এই পরিস্থিতিতে বরিস জনসনের বক্তব্যকে তাইওয়ানের কূটনৈতিক জয় হিসেবেই দেখছে বিশ্লেষকরা, কারণ এর মাধ্যমে পশ্চিমা রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে তাইওয়ান ইস্যুতে ঐক্যের বার্তা স্পষ্ট হয়েছে। চীন-তাইওয়ান সম্পর্কের এই টানাপোড়েন এখন শুধু দ্বিপাক্ষিক নয়, বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। চীনের পক্ষ থেকে এ ধরনের সামরিক কার্যকলাপ যত বাড়বে, ততই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগও বাড়বে। তাই পরিস্থিতি কতটা স্থিতিশীল থাকবে তা এখন আন্তর্জাতিক কূটনীতির পরবর্তী পদক্ষেপের উপর নির্ভর করছে।

AFFIDAVIT

I, Smt Snehalata Bhaumik Majumder W/O-Sri Parimal Majumder residing at Vill. & P.O.-Rajarbag, P.S:-R.K.Pur, Udaipur, Gomati Tripura by Nationality-Indian,by profession-Pension holder,aged about 61years,do hereby solemnly affirm and declare as follows:-

1. That I am a citizen of India and have been residing permanently at the address mentioned above.

2. That my actual name is Snehalata Bhaumik Majumder. But in my Pensionery docu ments my name has been recorded as Snehalata Bhowmik and in my Voter Identity Card my name has been recorded as Snehalata Bhowmik Majumder instead of Snehalata Bhaumik Majumder

3. That infact Snehalata Bhaumik Majumder, Snehalata Bhowmik & Snehalata Bhowmik Majumder are the name of same an identical Person.

4 That, I am swearing this affidavit for the purpose of correction of my name in my Pensionery documents and Voter Identity Card from the appropriate Authority.

That the statements made above are true to the best of my knowledge and I put my signature to this affidavit today on 02nd day of July, 2025 A.D. at Udaipur, Court complex, Gomati Disrict. Tripura.

DEPONENT
SNEHALATA BHAUMIK MAJUMDER

ভারত পণ্য-কেন্দ্রিক দেশ হওয়ার পথে, চিপসেট উন্নয়নে জোর দিচ্ছে সরকার: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ভারতকে একটি পণ্য-চালিত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেন, বিশেষ করে দেশীয় মেধাস্বত্বের ভিত্তিতে চিপসেট উন্নয়নের দিকে এখন সরকারের মূল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত।

আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদন শেয়ার করে মন্ত্রী জানান, ভারতের চলমান সেমিকন্ডাক্টর মিশনের আওতায় বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে ডিজাইন লিঙ্কড ইনসেনটিভ প্রকল্প। এই প্রকল্পটি নতুন স্টার্টআপগুলিকে সহায়তা দিচ্ছে, যারা চিপ ডিজাইন ও উদ্ভাবনে কাজ করছে।

প্রতিবেদনটিতে একটি স্টার্টআপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা নিরাপদ ইন্টারনেট অফ থিংস চিপসেট তৈরি করেছে। এই স্টার্টআপটি ডিএলআই প্রকল্পের আওতায় সরকারি সহায়তা পাচ্ছে এবং আইআইটি মাদ্রাজ-এর প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তাদের উদ্ভাবন বাস্তবায়ন করছে।

মন্ত্রী বৈষ্ণব বলেন, 'ভারতীয় মেধাস্বত্বের ভিত্তিতে চিপসেট ডিজাইন ও উন্নয়ন আমাদের প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতাকে ত্বরান্বিত করবে এবং বৈশ্বিক চিপ সরবরাহ ব্যবস্থায় ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার করে তুলবে।'

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সরকারের এই পদক্ষেপ শুধু ইলেকট্রনিক্স শিল্পকে নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা খাতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। দেশীয় স্টার্টআপগুলিকে উৎসাহিত করতে এই ধরনের প্রকল্প আরও সম্প্রসারিত করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন মন্ত্রক সূত্র।

অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল কোর্টে কুয়ান্টাস এয়ারওয়েজকে ৫৯ মিলিয়ন ডলার জরিমানা

সিডনি, ১৮ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল কোর্ট কুয়ান্টাস এয়ারওয়েজকে কোভিড-১৯ মহামারীর শুরুতে অবৈধভাবে ১,৮২০ জন গ্রাউন্ড স্টাফ ছাঁটাই করার দায়ে ৯০ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার (৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) জরিমানা করেছে, যা দেশটির ইতিহাসে শ্রম আইনের সর্ববৃহৎ লঙ্ঘনের শাস্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই জরিমানাটি ১২০ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার (৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত, যা কুয়ান্টাস আগেই প্রাক্তন কর্মীদের দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছিল, যখন হাই কোর্ট সাতজন বিচারকের সর্বসম্মত রায়ে কুয়ান্টাসের আপিল খারিজ করে দেয় এবং আদালত জানিয়ে দেয় যে, ছাঁটাই সম্পূর্ণ বেআইনি ছিল।

আদালতের বিচারক মাইকেল লি তাঁর রায়ে বলেন, ২০২০ সালের শেষদিকে ব্যাগেজ হ্যান্ডলার এবং ক্লিনারদের চাকরি আউটসোর্স করা শুধু বেআইনি ছিল না, বরং এটি দেশের ১২০ বছরের শ্রম আইন ইতিহাসে সবচেয়ে "গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক লঙ্ঘন" হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বিচারক লি রায়ে আরও উল্লেখ করেন, কুয়ান্টাসের পক্ষ থেকে যে ক্ষমা প্রকাশ করা হয়েছে তা 'আসল অনুশোচনার চেয়ে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার পরিণতির প্রতি উদ্বেগ' বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি বলেন, কুয়ান্টাস একদিকে জনসমক্ষে দুঃখপ্রকাশ করলেও, অন্যদিকে আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছে, প্রাক্তন কর্মীদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, যা প্রতিষ্ঠানটির "অবিরাম ও আক্রমণাত্মক" আইনি কৌশলের প্রতিচ্ছবি। বিচারক জানান, এই ধরনের কর্পোরেট আচরণে কঠোর বার্তা দেওয়া দরকার এবং কুয়ান্টাস এই কাজে প্রতি বছর ১২৫ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয়ের প্রত্যাশা করলেও, আইন লঙ্ঘনের দায়ে এখন তাদের বড়সড় মূল্য দিতে হচ্ছে।

এ মামলার বিশেষ একটি দিক হলো, কোনও সরকারি সংস্থা কুয়ান্টাসের এই আচরণের বিরুদ্ধে তদন্তে আগ্রহ না দেখালেও ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নিরলস প্রচেষ্টাতেই মামলাটি আদালতে পৌঁছায়। বিচারক রায়ে নির্দেশ দেন, এই ইউনিয়নকে জরিমানার ৫০ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার প্রদান করা হবে, কারণ তারা না থাকলে কুয়ান্টাসের বেআইনি কার্যকলাপ জনসমক্ষে আসতো না। তিনি বলেন, "ইউনিয়নের উদ্যোগ ছাড়া, একটি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী নিয়োগকর্তার এমন বৃহৎ বেআইনি কার্যকলাপ অপ্রকাশিত থেকে যেত।" মামলার বাকি ৪০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা কোথায় যাবে, তা নির্ধারণের জন্য ভবিষ্যতে আরেকটি শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

রায়ের পর কুয়ান্টাসের প্রধান নির্বাহী ভেনেসা হাডসন, যিনি ছাঁটাইয়ের সময় কোম্পানির চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার ছিলেন, এক বিবৃতিতে বলেন, "আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি আমাদের ১,৮২০ জন প্রাক্তন কর্মী এবং তাদের পরিবারের প্রতি, যারা এই সিদ্ধান্তের ফলে কষ্ট পেয়েছেন। বিশেষ করে মহামারীর মত একটি অনিশ্চিত সময়ে এই সিদ্ধান্ত তাদের জন্য চরম দুঃখজনক ছিল।" তিনি আরও বলেন, "গত ১৮ মাসে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সংস্কারের জন্য কাজ করছি এবং কর্মী ও গ্রাহকদের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করাকে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে নিয়েছি।"

এদিকে, ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জাতীয় সচিব মাইকেল কেইন বলেন, 'এই রায় শুধু একটি ঐতিহাসিক বিজয় নয়, এটি প্রতিটি অস্ট্রেলিয়ান কর্মীর জন্য এক স্পষ্ট বার্তাযদি কোনও নিয়োগকর্তা বেআইনি আচরণ করে, তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতেই হবে।' তিনি আরও বলেন, "আমরা একটি কর্পোরেট দৈত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, যারা বরাবরই নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচার পেয়েছি।" উল্লেখ্য, কুয়ান্টাস এর আগেও স্বীকার করেছে যে তারা কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে ৮,০০০-এর বেশি বাতিল হওয়া ফ্লাইটের টিকিট বিক্রি করে ভোক্তা প্রতারণায় লিপ্ত হয়েছিল। সেই মামলায়ও তারা বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়। এই বহুল আলোচিত রায় কেবল কুয়ান্টাসের জন্য নয়, অস্ট্রেলিয়ার সামগ্রিক শ্রমনীতি ও কর্পোরেট জবাবদিহিতার জন্য একটি যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

সিকিমের চারজন বডিবিল্ডার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রতিনিধিত্বে থাইল্যান্ডে

থাইল্যান্ড, ১৮ আগস্ট: সিকিমবাসীর জন্য গর্বের মুহূর্ত রাজ্যের চারজন বডিবিল্ডার থাইল্যান্ডে পা রেখেছেন ৫৭তম এশিয়ান বডিবিল্ডিং ও ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন অনিতা ছেত্রী, নরবু ভুটিয়া, স্বর্ণিম রাই এবং তেনজিন দেনদেন ভুটিয়া। গতকাল তাঁরা থাইল্যান্ড পৌঁছেছেন এই সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে, যা চলবে ১৮ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত।

মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২২ ও ২৩ আগস্ট, যেখানে এই চারজন ভারতীয় বডিবিল্ডার এশিয়ার শীর্ষ প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে তাঁদের শারীরিক সক্ষমতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং দীর্ঘদিনের কঠোর প্রস্তুতির প্রমাণ তুলে ধরবেন।

সিকিমের ক্রীড়া মহলে ইতিমধ্যেই এই অর্জন নিয়ে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বহুদিনের পরিশ্রম ও নিবেদনের ফসল হিসেবে দেখা হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুযোগ পাওয়াকে।

বিজ্ঞপ্তি

কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সাধারন সভা (১৮/০৭/২০২৫) সিদ্ধান্তক্রমে সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে রবীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতস্থিত দুধ পুকুরটি আগামী ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইং থেকে পরবর্তী ০৩(তিন) বৎসরের (৩১ শে আগষ্ট,২০২৮) জন্য কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ইজারা দেওয়া হবে। ইজারা নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি /ব্যক্তি বর্গকে প্রদেয় ফর্মে তার/তাদের আবেদন পত্র কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে জমা দিতে হবে।

শর্তাবলী :-

১) দুধ পুকুরটি ইজারা নূন্যতম ৬৫,০০০/- টাকা প্রতি বৎসরের জন্য। আপনাকে ইজারা মূল্য দিতে হবে ১,৯৫,০০০/- টাকা অথবা ১,৯৫,০০০/- টাকা থেকে যার মূল্য বেশী পাওয়া যাবে তাকেই ১ লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং থেকে ৩১ শে আগষ্ট ২০২৮ ইং পর্যন্ত ৩(তিন) বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হবে।

২) প্রদেয় ফর্মে আবেদন পত্রটি কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে গালা সিল দিয়ে টেন্ডার বাক্সে জমা দিতে হবে।

৩) গালা দিয়ে সিল করা খাম জমা দিতে হবে ০৮/০৮/২০২৫ ইং থেকে ২২/০৮/২০২৫ ইং(সরকারী ছুটির দিন গুলি ব্যতীত) সকাল ১১(এগার) টা থেকে বিকাল ৩ (তিন) টার মধ্যে। ২৩/০৮/২০২৫ ইং বিকাল ২টায় টেন্ডার বাক্স খোলা (যদি সম্ভব হয়) হবে এবং চূড়ান্ত ইজারাকারী চিহ্নিত করা হবে। আপনাকে টেন্ডার বাক্স খোলার সময় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৪) যিনি বা যাহারা ইজারা পাবেন তাদের ৩১/০৮/২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে আপনার ধার্য্যকৃত ৩ (তিন) বৎসরের টাকা একসাথে কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে জমা দিতে হবে।

৫) এই ইজারা চলবে ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইং থেকে ৩১ শে আগষ্ট ২০২৮ ইং পর্যন্ত (তিন বৎসরের জন্য)। পরবর্তী সময়ে পুনরায় ইজারা দেওয়া হবে।

৬) গালা দিয়ে সিল করা খামের উপর লিখতে হবে দুধ পুকুর ইজারা ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং থেকে ৩১শে আগষ্ট,২০২৮ ইং পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসরের জন্য।

৭) দুইটি বা তার অধিক আবেদন পত্রের টাকার মূল্য সমান হলে লটারির মাধ্যমে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হবে। ৮) আবেদন পত্র রবীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে পাওয়া যাবে।

৯) আবেদন পত্রের সহিত ৫,০০০/- টাকার ডি-কল মানি জমা দিতে হবে।

১০) ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট তারিখ অর্থাৎ ৩১/০৮/২০১৫ ইং এর মধ্যে ৩ (তিন) বৎসরের টাকা একসাথে জমা দিতে হবে নতুবা ঐ ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তির ডি-কলমানি অফেরৎ যোগ্য হবে।

ICA/C-1920/25

(অভিজিৎ কুমার দাস)
কার্য্যনির্বাহী আধিকারীক
কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতি
সোনামুড়া, সিপাহীজলা

PNIT NO:-07/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26
date: 14/08/2025 under DWS Division Kalyanpur, PWD:-

Sl No	DNIT No.	Estimate Cost	Earnest Money
1	DNIT No. 26/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26	4,96,267.00	9985.00
2	DNIT No. 27/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26	4,98,321.0	9966.00
3	DNIT No. 28/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26	4,98,321.00	9966.00
4	DNIT No. 29/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26	4,96,771.00	9935.00
5	DNIT No. 30/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26	4,96,788.00	9936.00
6	DNIT No. 31/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26	4,96,788.00	9936.00
7	DNIT No. 32/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26	4,96,788.00	9936.00
8	DNIT No. 33/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26	4,96,788.00	9936.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form up to 4.00 PM on 20/08/2025 Other necessary detailed information can be seen and tender documents will be sold in the DWS Division office of Kalyanpur & Agartala-I in office hours.

ICA/C-1926/25

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer
DWS Division, PWD Kalyanpur, Tripura

NIT NO: e-PT-11/EE/RD/MNU/D/2025-26, dt.13-08-2025

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Manu Division, Government of Tripura invites percentage rate separate e-tender (both Technical and Financial bid) Construction work & Electrification Work under RD Manu Division from the eligible bidders in PWD form-6 up to 2.00 P.M. on 25-08-2025 as per the terms condition mentioned in DNIT. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-1924/25

(Er. Binoy K. Pamatia)
Executive Engineer
RD Manu Division, Dhalai

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/09/2025-26 Date : 13/08/2025

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID	CLASS OF TENDER
1	EE-IED/UDP/68/2024-25	₹ 10,01,939.00	₹ 20,039.00	30 Days	Up to 15.00 Hrs. on 27/08/2025	At 15.30 Hrs. on 27/08/2025	Appropriate Class
2	EE-IED/UDP/01/2025-26	₹ 17,95,939.00	₹ 35,919.00	90 Days			
3	EE-IED/UDP/17/2025-26	₹ 7,38,422.00	₹ 14,768.00	45 Days			

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1909/25

(Er. Buddha Jamatia)
Executive Engineer
Internal Electrification Division
Udaipur, Gomati, Tripura
Landline:03821-222285
Mobile:9436169660

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/41/2025-26 dated: 13/08/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No.	Name of work	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIT No. EE-IED/AGT/59/2025-26	763,784.00	15,276.00	365(Three Six Five) days
2	DNIT No. EE-IED/AGT/60/2025-26	119,410.00	2,388.00	30(Thirty) Days

Last date and time for document downloading and bidding is on 28/08/2025 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 28/08/2025, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1915/25

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura
Contact: 7005285482

TRIPURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NARSINGARGH

No. F.2 (15)-TIT/Admission/2025/984 (2) Date: 18th August, 2025

DIPLOMA Spot Round/ Mop up Round COUNSELLING & ADMISSION NOTIFICATION

The Spot Round/Mop up Round counselling will be conducted on 22-08-2025 at 11:00 A.M. in the Multi-Utility Hall of ME Department of Tripura Institute of Technology (TIT) for admission to TIT in 1st semester Diploma Programs of session 2025-26 to fill the vacant seats as appeared after three rounds of Diploma admission. This present counselling is open for all TIT Diploma Admission Test (TDAT) 2025 merit listed candidates. On exhaustion of candidates from TDAT-2025 merit list, the remaining vacant seats, if any, will be distributed in this same counselling among the DEEET-2025 merit listed candidates.

All intending candidates willing to take admission against the available vacant seats in Diploma programmes of TIT, may appear before the counselling board on above mentioned date and time along with all original documents, set of photocopies and recent photographs. This counselling will be conducted strictly on the basis of merit, reservation policy of State Government where applicable and Tripura University norms.

Candidates who will be receiving 'Nomination Letter' from competent authority are hereby advised to visit admission portal of Tripura Institute of Technology admissiontit.in and read the detailed guideline related to Diploma 1" semester Admission. Following the admission guideline, candidates are advised to pay admission fee, fill up Diploma Admission Form (admission form to be filled up in online mode only), Format of medical examination report and all other documents as mentioned in the detailed guideline related to Diploma 1" semester admission available in admissiontit.in. They are advised to take admission at TIT on any of the working days in between 22.08.2025 to 25.08.2025 during 11:00 AM to 3:00 PM positively. The detailed notification including guidelines is available in the Institute admission portal admissiontit.in

ICA/D-795/25

Principal, TIT

GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR
NORTH TRIPURA, DHARMANAGAR

NO.F.6 (56)/DM/N/JDL/163 BNSS/2025/ **Dated:- Aug, 2025**

ORDER UNDER SECTION 163 OF BHRATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

WHEREAS, S.P North, vide letter No.20270-80/F.1/(66)/SP(DIB)/ND/25 dated 14-08-2025 has recommended to impose restriction upon movement of people in Indo-Bangladesh bordering area under Dharmanagar & Kanchanpur Sub-Division to maintain public tranquility, law & order etc.

AND

WHEREAS, it is apprehended that miscreants may take advantage of vast Indo-Bangla border to create law and order problem in border area.

AND

WHEREAS, I, Smt. Chandni Chandran, IAS, District Magistrate & Collector, North Tripura, Dharmanagar is satisfied on the information received from the Superintendent of Police, North Tripura that there are sufficient grounds for imposing restriction on movement of criminal/ extremists' outfits and other anti-social elements on the Indo-Bangladesh Border areas within the territorial jurisdiction of Dharmanagar & Kanchanpur Sub-Division under North Tripura District.

AND

NOW, THEREFORE, I, Smt. Chandni Chandran, IAS, District Magistrate & Collector, North Tripura, Dharmanagar in exercise of power conferred under section 163 of Bhratiya Nagarik Suraksha Sanhita,2023 hereby promulgate this order prohibiting movement of all people within 500 meter belt of afore mentioned Indo-Bangladesh Border under territorial jurisdiction of Dharmanagar & Kanchanpur Sub-Division under North Tripura District with following restrictions from 6 P.M to 6 A.M of next day morning w.e.f_18-08-2025 to 16-10-2025.

However, this prohibitory order shall not be applicable to the:-

(1)Movement of Military/paramilitary Force and State police personnel engaged in maintenance of law and Order.

(2)Movement of the members of public authorized by the S.P. North, and Sub- Divisional Magistrates.

(3)Movement of Government servants when it is essential on discharge of emergent official duties and

(4)Movement of patients requiring immediate treatment.

In view of the emergent nature of situation and with a view to ensure public peace and tranquility, this order is passed exparte.

Any person violating order shall be liable to be prosecuted U/S 223 of Bharatiya Nyaya Sanhita.

The Superintendent of Police, North Tripura District is directed to ensure strict implementation of this order.

Given under my seal and signature, on 18th August, 2025.

ICA/D-802/25

District Magistrate & Collector
North Tripura, Dharmanagar

নিজের সন্মানিক ভাতার টাকা দিয়ে গ্রামের বেহাল রাস্তা মেরামত করলেন গন্ডাছড়া সাব -জোনাল চেয়ারম্যান হিরণ্ময় ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১৮ আগস্ট: বহু বছর ধরে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত ডুম্বুরনগর ব্লক এবং রইস্যাবাড়ী ব্লকের বিভিন্ন এডিসি ভিলেজের বিভিন্ন রাস্তাঘাট মানুষ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। গত সাত বছরে গন্ডাছড়া মহকুমার সমস্ত রাস্তাগুলিকে অন্তত মানুষ চলাচলের উপযোগী করে তোলার জন্য বারবার মৌখিক এবং লিখিত দেওয়ার পরও কোনো উদ্যোগ গ্রহন করা হয়নি। এমনটাই অভিযোগ সাধারণ মানুষের।

অবশেষে গন্ডাছড়া মহকুমার এডিসি এলাকায় বিভিন্ন রাস্তাঘাট নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন গন্ডাছড়া মহকুমার সাব -জোনাল চেয়ারম্যান হিরণ্ময় ত্রিপুরা। দীর্ঘদিন যাবৎ মহকুমার রতননগরের রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। ওই রাস্তাটিকে সারাইয়ের জন্য বহুবার পূর্ত দপ্তরে অনুনয় করেছিল উক্ত ভিসি সহ সাধারণ মানুষ। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। দপ্তরে কেউ এগিয়ে না আসলেও এগিয়ে এসেছেন গন্ডাছড়া সাব -জোনাল জোনাল চেয়ারম্যান হিরণ্ময় ত্রিপুরা। তিনি গত তিনমাসের সন্মানিক ভাতার টাকায় রতননগর রাস্তায় ইট ফেলে মেরামত করে গাড়ী এবং মানুষ চলাচলের ব্যবস্থা করে দেন। এতে খুশী সাধারণ জনজাতি অংশের মানুষজন।

রাশিয়ার মারাত্মক হামলায় ক্ষুব্ধ জেলেনস্কি, ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের আগে ইউক্রেনে নিহত ১০

ওয়াশিংটন, ১৮ আগস্ট ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার সাম্প্রতিক হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের ঠিক কয়েক ঘন্টা আগে খারকিভ ও জাপোরিঝিয়ায় চালানো রুশ হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন ডজনখানেক মানুষ। জেলেনস্কি বলেন, "এটি একটি প্রদর্শনমূলক ও নিষ্ঠুর রুশ হামলা।" তিনি আরও বলেন, এই হামলা ছিল একটি স্পষ্ট বার্তা শান্তি আলোচনাকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে।

খারকিভ শহরের ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, একটি আবাসিক ভবনের ছাদ ও উপরের তলা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আগুন নেভাতে কাজ করছে দমকল বাহিনী। শহরটির মেয়রের বরাতে জানানো হয়েছে, সেখানে সাতজন নিহত এবং প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন।

অন্যদিকে, জাপোরিঝিয়ায় পৃথক এক হামলায় নিহত হয়েছেন তিনজন এবং আহত হয়েছেন আরও প্রায় ২০ জন। রুশ পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের চিফ অফ স্টাফ আন্দ্রিয়ি ইয়ারমাক বলেন, "পুতিন যুদ্ধবিরতি চান না। তিনি শান্তিপূর্ণ শহরগুলোর ওপর বোমা ফেলতে পছন্দ করেন, অথচ মুখে বলেন যুদ্ধ শেষ করতে চান।"

হামলার সময় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সঙ্গে একটি সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে অবস্থান করছিলেন। ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাশিয়া তাদের বিমান হামলার মাত্রা কিছুটা কমিয়েছিল, যা অনেকে দেখছেন মার্কিন রাজনীতিতে ট্রাম্পের সঙ্গে সখ্য বজায় রাখতে চেষ্টার অংশ হিসেবে।

কিন্তু গত মাসে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার আলোচনার সময় রুশ ড্রোন হামলার মাত্রা বেড়ে গেলে ট্রাম্প ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "রকেট যখন একটি নার্সিং হোমে আঘাত করে, অথবা একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে হামলা চালিয়ে রাস্তায় লাশ পড়ে থাকে, তখন তা সহ্য করা যায় না।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিজের জোত জমি ফিরে পেতে পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের দারস্ত হলেন দক্ষিণ ইন্দ্র নগরের এক পরিবার

আগরতলা, ১৮ আগস্ট : নিজের জোত জমি ফিরে পেতে পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের দারস্ত হলেন দক্ষিণ ইন্দ্র নগরের এক পরিবার। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ইন্দ্রনগরের মসজিদ পাড়ার বিষ্ণু লোধ একই এলাকার বাসিন্দা নিতাই চক্রবর্তী কাছ থেকে ৭ গন্ডা জমি ক্রয় করেছিলেন জমি কেনার সময় সঠিক দিলেও কিন্তু পরে জায়গার পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এই ঘটনায় বিষ্ণু লোধ নিতাই চক্রবর্তীকে জানানোর পর নিতাই চক্রবর্তী ও তার পরিবার অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ সহ মেরে ফেলার হুমকি দিতে থাকে। সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি মারফত এই বিষয়টি জানানো হয় তাতেও সমস্যা সমাধান হয়নি।

তারপর পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের নির্দেশে গত ১৪ আগস্ট জায়গা নির্ধারণ করার জন্য দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গেলেও তাদের সাথে নিতাই চক্রবর্তীর পরিবারের লোকেরা খারাপ ব্যবহার করে। শেষ পর্যন্ত জায়গা নির্ধারণ করা হয়নি পাশাপাশি বিষ্ণু লোধকে প্রানে মারার হুমকিও দিয়ে থাকেন নিতাই চক্রবর্তী সহ তার পরিবারের লোকেরা। অতিসত্বর নিজের জোত জমি ফিরে পাওয়ার জন্য সোমবার পশ্চিম জেলা জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হন বিষ্ণু লোধ ও তার পরিবার।

আগামী শুক্রবার এবং শনিবার দুদিন ব্যাপী কমলাসাগর কসবা কালী মন্দিরে ঐতিহ্যবাহী ভাদ্র মেলা অনুষ্ঠিত হবে

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: আগামী শুক্রবার এবং শনিবার দুদিন ব্যাপী কমলাসাগর কসবা কালী মন্দিরে ঐতিহ্যবাহী ভাদ্র মেলা অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার প্রস্তুতি কমিটির সভা শেষে এইকথা জানিয়েছেন মেলা কমিটির কনভেনর বিডিও বিশালগড়।

তিনি জানান শুক্রবার সন্ধ্যায় কমলাসাগড় কালিবাড়ি প্রাঙ্গণে মেলার উদ্বোধন হবে। মুক্ত মঞ্চে চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শনিবার সকাল থেকে সারাদিনব্যাপী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার খ্যাতনামা শিল্পীরা। চলবে মনসা মঙ্গল বাউল এবং লোক সংস্কৃতির জমজমাট অনুষ্ঠান।

অন্যান্যবারের মত এবারও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা দোকানিরা এসে তাদের পসরা সাজিয়ে বসবেন। মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকারকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিধায়িকা জানিয়েছেন, আজ চূড়ান্ত পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে মেলাকে সফল করার জন্য সবধরনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এই মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে রাজ্যবাসীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিধায়িকা।

জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে ডেপুটেশন

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: অতিসত্বর জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে পিজন অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন চাকুরী প্রত্যাশিত যুবকরা। পরবর্তী সময়ে তাদের প্রতিনিধি দল আইজির নিকট ডেপুটেশন দিয়েছেন।

জনৈক চাকুরী প্রত্যাশিত যুবক জানিয়েছেন, ২০২২ সালে জেল পুলিশের নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর প্রায় ১২ হাজার পরীক্ষার্থীদের শারীরিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের রিটেন ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না। তার ফলে জেল পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে না। দীর্ঘ তিন বছরে প্রায় ৪৬ বার ডেপুটেশন প্রদান করেও কোন ধরনের সদুত্তর পাননি তাঁরা। তাই বাধ্য হয়ে আজ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের আবেদন এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা হোক। জেল পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বেকার মহলে।

নবনির্মিত ২০৮ জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা, কৈলাসহরে সিপিআই(এম)-এর সড়ক অবরোধ

আগরতলা, ১৮ আগস্ট : নবনির্মিত ২০৮ জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে আজ সকাল নয়টা থেকে সিঙ্গিরবিল এলাকায় সিপিআই(এম) কৈলাসহর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এক ঘন্টার প্রতীকী সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছে। এতে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, মহকুমা সম্পাদক অঞ্জন রায়সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিকে, অবরোধের ফলে বিশাল যানজট সৃষ্টি হলেও অসুস্থ রোগী ও স্কুলপড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। অবরোধ শেষে জেলা সম্পাদক অভিযোগ করেন, এক বছরের মধ্যেই জাতীয় সড়ক ভেঙে পড়ার মূল কারণ নিম্নমানের কাজ ও কমিশন বাণিজ্য। তিনি আরও জানান, প্রকল্পটি পূর্বে ইউপিএ সরকারের সময় অনুমোদিত হলেও রাজনৈতিক কারণে তা আটকে রাখা হয়েছিল।

কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর অভিযোগ, রাজ্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র আজ দুর্নীতিতে জর্জরিত। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারিও দেন সিপিআই(এম) নেতৃত্বরা।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে ৬৫ বছরের মহিলার সফল হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট: সোমবার সকালে এই প্রথম খোয়াই জেলা হাসপাতালের ছোট্ট পরিধিতে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়ে দেখালো অস্থি বিশেষজ্ঞের একটি দল। ৬৫ বছরের এক মহিলার হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপন করেন, তাও সফলতার সাথে।

এই অপারেশনের বিবরণ দিতে গিয়ে খোয়াই জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার শরদিন্দু রিয়াং সংবাদ মাধ্যমকে জানান, সোমবার সকালে খোয়াই জেলা হাসপাতালে এই প্রথম কোন এক রোগির হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপন করা হয় সফলতার সাথে। রোগীর নাম কাজল দেবনাথ(৬৫) ,কল্যাণপুর এলাকার নিবাসী। গত কিছুদিন আগে কোন দুর্ঘটনার কারণে ওই মহিলার হিপ জয়েন্ট ভেঙ্গে যায়। এ নিয়ে জিবি হাসপাতাল পর্যন্ত দৌড়ঝাঁপ করে কিন্তু সেখানে সময়ের কারণে সঠিকভাবে চিকিৎসা হয়ে ওঠেনি।

শেষে ৯ই আগস্ট খোয়াই জেলা হাসপাতালের অস্থি বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করলে তারা সেই মহিলার হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সোমবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত প্রায় এক ঘন্টার মধ্যে এই মহিলার হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপন করে দেখালেন তাও সফলতার সাথে। অপারেশন কালে খোয়াই জেলা হাসপাতালের ওটিতে উপস্থিত ছিলেন অস্থি বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ সার্জেন্ট ডঃ অমন দেববর্মা, ডক্টর বিশ্বজিৎ দেববর্মা, নার্সিং অফিসার তৃণময় দেববর্মা, সিস্টার শ্যামলী দেববর্মা, জি এ ডি কর্মী অরিন্দম নম, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট শান্ত কুমার ত্রিপুরা সহ খোয়াই জেলা হাসপাতালের অন্যান্য সিস্টাররা।

এই বিষয়ে খোয়াই জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার শরদিন্দু রিয়াং বলেন রাজ্য সরকার এবং খোয়াই জেলাশাসকের সার্বিক সহযোগিতায় এবং জেলা হাসপাতালের অস্থির বিশেষজ্ঞ সহ অন্যান্য কর্মীদের সহযোগিতায় এই জেলা হাসপাতালে এই প্রথম হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপন করা হয় তাও সফলতার সাথে। তাই তিনি রাজ্য সরকার এবং জেলা শাসক কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন খোয়াই জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে এই ধরনের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। *এই বিষয়ে প্রথম বাইট খোয়াই জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার শরদিন্দু রিয়াং এবং দ্বিতীয় বাইট অস্থি বিশেষজ্ঞ সার্জেন্ট অমন দেববর্মা।

পাচারকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন দুই ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ আগষ্ট: পাচারকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন দুই ব্যক্তি। ঘটনা কমলাসাগর মিঞাপাড়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, রবিবার রাত্রিবেলা কমলাসাগর এলাকার তাঁরকাটা বেড়ার ঐ পাড়ের কুখ্যাত মাদক কারবারি রাজু মিঞার অবৈধ গোডাউনে প্রচুর পরিমাণে মাদক রয়েছে। যার মধ্যে ইয়াবা ট্যাবলেট, ফেনসিডিল এবং শুকনো গাঁজা। গোপন খবরের ভিত্তিতে মিঞাপাড়ার বিএসএফ সেই অবৈধ জিনিসগুলি আটক করে।

পরবর্তী সময়ে রাজু মিঞা সোমবার সন্ধ্যাবেলা মিঞাপাড়া এলাকারই গোলাম সারোয়ার নামে এক যুবককে আটক করে বেধড়ক মারধোর শুরু করে। রাজু মিঞার বক্তব্য, তার অবৈধ জিনিসগুলির ব্যাপারে গুলাম সারোয়ার বিএসএফকে খবর দিয়েছে। এই বলে তাকে মারধোর শুরু করলে এগিয়ে আসে ছকিনা খাতুন, জান্নাত আক্তার এবং স্বপ্না আক্তার। রাজু মিঞা সকলের উপর ধারালো অস্ত্র এবং পিস্তলের বুলেট দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। একটা সময় রাজু মিঞা তার ক্ষমতা দেখিয়ে ঐপারের বাংলাদেশের যুবকদের এনে গুলাম সারোয়ারের পরিবারের উপর আক্রমণ চালায়। তাদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সখিনা খাতুন, জান্নাত আক্তার, স্বপ্না আক্তার। পরবর্তী সময়ে তাদেরকে নিয়ে আসে মধুপুর হাসপাতালে।

পরে অভিযুক্ত রাজু মিঞা, ছোমেদ মিঞা, হুমায়ুন মিঞা, জুয়েল মিঞা, বাবুল মিঞা এবং সুজন মিঞার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে মধুপুর থানায়। এদিকে আরো অভিযোগ রাজু মিঞা দীর্ঘদিন যাবত ওই এলাকার মাদক কারবারি হিসেবে পরিচিত। তার কাছে একটি পিস্তল রয়েছে। সে পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দিয়ে থাকে সর্বদা জনগণকে। আজকের এই ঘটনা ও তার ব্যতিক্রম নয় পিস্তল দিয়ে তাদের উপর আঘাত করেছে বলে অভিযোগ। যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে মিঞাপাড়া এলাকায়।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৮ আগস্ট: মাগরুম তীরকুমার পাড়ায় একটি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমান গাঁজা সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিএসএফ এবং সাব্রুম থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ ভোরবেলায় মাগরুম তীরকুমার পাড়ায় এক বাড়িতে অভিযান চালায়।এই অভিযানের ভিত্তিতে ঐ বাড়ির খাটের নিচ থেকে শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা ছিল।

এদিনের এই অভিযানে ১২ কেজি ৬০০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই বাড়ির মালিক একজন মহিলা। উনাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। সাব্রুম থানায় নিয়ে আসা হয় গাঁজা এবং মহিলাকে।এই চক্রের সাথে আর কে যুক্ত আছে তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

রাস্তা সংস্কারের

● প্রথম পাতার পর

করে বিক্ষোভ দেখানো হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে রাস্তা সংস্কারের কোনো ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ফের সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে কুবঝার এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়েছে।

রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী অবরোধস্থলে হাজির হয়েছেন। যতক্ষন অব্দি জেলাশাসক কিংবা প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা অবরোধস্থলে এসে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হবে না ততোক্ষন অব্দি রাস্তা অবরোধ চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অবরোধ কারীরা। দুপুর সোয়া বারোটা অব্দি প্রশাসনের কোনো আধিকারিক অবরোধস্থলে না আসায় অবরোধ কারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে কুবঝার এলাকার পাশাপাশি বাবুরবাজার এবং নুরপুর এলাকায়ও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেছে। একসাথে তিনটি এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করায় গোটা শহর উত্তরাঞ্চল স্তব্ধ হয়ে পড়েছে এবং তিনটি অবরোধস্থলে প্রচুর গাড়ি আটকে পড়েছে।

শিব মন্দির থেকে যুবকের

● প্রথম পাতার পর

সহ আরক্ষা প্রসাশনের কর্মীরা।

এবিষয়ে এসআই অর্জন চাকমার নিকট জানতে চাইলে তিনি জানান মৃত্যুর প্রাথমিক কারন সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। ফরেন্সিক টিম আসা পর্যন্ত মৃতদেহের কোনো জায়গায় আঘাত আছে কিনা তা বলা যাচ্ছে না। ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারন জানা যাবে বলে জানান পুলিশ।

অর্জন চাকমা জানান, মৃত যুবক ওই এলাকার বাসিন্দা আকাশ মগ (১৮)। আকাশ মগের পিতার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিগত কয়েক বছর যাবৎ যুবকটি ড্রাগস সেবন করতো। মৃত্যুর পিছনে নেশা প্রধান কারন হতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে। তবে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারছেনা। এখন দেখার বিষয় আকাশ মগের মৃত্যুর সঠিক তদন্তে পুলিশ কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

টিএসফের বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

তিপরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। একটাই ইস্যু নিয়ে গোটা উত্তরপূর্বাঞ্চলে আন্দোলন চলছে। তার একমাত্র কারণ হল, অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অনুপ্রবেশকারীদের কোনো জাত নেই। তাঁদের একটাই পরিচয় তাঁরা অনুপ্রবেশকারী। তাঁদের একটাই দাবি, অনুপ্রবেশকারীদের জন্য এই রাজ্যেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী আইন চালু হোক।

শ্বশুর বাড়িতে ফাঁসিতে

● প্রথম পাতার পর

স্ত্রী, মা, ভাই ও বোন। তার এক সন্তান আগে জলে পড়ে মারা গেছে বলে জানা যায়।

প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে সে একজন লরি চালক। প্রতি সময় গোহাটি-আগরতলা গাড়ি নিয়ে চলাচল করে। তারই অঙ্গ হিসাবে রবিবার রাতে গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ড এর পূর্ব গোকুলনগর এলাকায় তার শ্বশুর বাড়িতে যায়। সেখানেই ঘরের বারান্দায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে সে।

তার নিজের বাড়ি কৈলাশহর ধনবিলাস এলাকায়। কি কারনে সে আত্মহত্যা করেছে, তা নিয়ে ধুয়াশায় তার পরিবারে। এই রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গেছে বিগত কয়েক বছর পূর্বে তার একটি পুত্র সন্তান বাড়ির পাশে কুয়োতে পড়ে মৃত্যু হয়। এই হৃদয়বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা জুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

২০৮ নম্বর বিকল্প

● প্রথম পাতার পর

প্রতিবাদ জানানো হয় এদিনকার অবরোধ ও সভার মধ্য দিয়ে।

এতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন,প্রাক্তন মন্ত্রী বিজিতা নাথ, উত্তর জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে, মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, ৫৭ যুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, স্থানীয় যুব নেতৃত্ব জহরুল হক। তাছাড়াও এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য রাজেন্দ্র রিয়াং, পানিসাগর মহকুমা সম্পাদক অজিত দাস প্রমুখরা। অবরোধ কর্মসূচি শেষে শুরু হয় প্রতিবাদ সভা। বক্তারা বলেন, বিজেপি সরকারের ৭-৮ বছরের সময়কালে রাজ্যের সাধারণ মানুষের কোন উন্নয়ন হয়নি,উন্নয়ন হয়েছে শুধু মন্ত্রী বিধায়ক, মন্ডল সহ বিভিন্ন স্তরের নেতা আমলাদের।

বক্তারা আরো অভিযোগ করে বলেন, বিকল্প জাতীয় সড়কের বরাদ্দকৃত কোটি কোটি টাকা গিলে খাচ্ছেন শাসক দলীয় নেতা আমলারা। তাই বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ হয়ে গেলেও কাজ অর্ধ সমাপ্ত।ফলে বিকল্প জাতীয় সড়কের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারিও দেন বাম নেতৃত্বরা।

পেঁচারথলে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে জনরোষ, ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

সাধারণ মানুষ হতাশ। সেই কারণেই স্থানীয় জনতা পেঁচারতল বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। রাত প্রায় ১২টার দিকে পরিস্থিতি চরমে ওঠে এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ শুরু হয়। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ঘটনাস্থলে ছুটে যান। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে এবং উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়।

অনুপ্রবেশ রোধে

● প্রথম পাতার পর

বাধ্য হয়েছে। এই সমস্যা শুধুমাত্র প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক নয়এটি একেবারে অস্তিত্বের প্রশ্ন। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং নিজস্ব জাতিসত্ত্বা আজ হুমকির মুখে।

তাই সংগঠনের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের নিকট ছয় দফা দাবি জানিয়েছে। সেগুলো হল, অবিলম্বে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত ও বহিষ্কারের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে সিল করা, সীমান্ত অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করা এবং আধুনিক নজরদারি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নজরদারি বাড়ানো, প্রতিবেশী রাজ্য ও সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে অনুপ্রবেশকারীদের স্থানান্তর রোধ এবং আদিবাসী জনগণের অধিকার, সংস্কৃতি, ভাষা, রাজনৈতিক ও ভূমি অধিকার রক্ষায় আইনি সুরক্ষা প্রদান করা। পাশাপাশি, অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে বিষয়টি যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে।

জনজাতি যুবতীর

● প্রথম পাতার পর

তারা কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভর্তুকি ভোগ করছে। তারা উপজাতি কনের নামে জমি ক্রয় করছে এবং ভূমি কর এড়িয়ে যাচ্ছে। এসব জমি তারা কোনো প্রকার কর না দিয়ে কিনছে এবং টি টিএএডিসি এলাকার অন্তর্গত বনভূমি উজাড় করছে।'

চিঠিতে তিনি আরো বলেন, 'সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ভিন্ন জাতির ছেলেরা টিটিএএডিসি এলাকায় বিপুল পরিমাণ জমি ক্রয় করছে এবং সেখানে উদ্যান, রাবার বাগান তৈরি করছে। তারা ইটভাটা চালাচ্ছে এবং এসব বিবাহের মাধ্যমে পাওয়া সুবিধার কারণে সরকারি কর থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতেও একইভাবে তারা এসব সুবিধা নিয়ে কর এড়াচ্ছে।

বিধায়ক বলেন, এই ধরনের কার্যকলাপের কারণে রাজ্যের তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার ও সুবিধাগুলি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। প্রকৃত জনজাতি পরিবারগুলি সরকারের কাছ থেকে যে সকল সুবিধা পাওয়ার কথা, সেগুলি অ-জনজাতি ব্যক্তিরা অন্যায়ভাবে দখল করছে। এর ফলে সরকারও বৈধ করের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ত্রিপুরার জনজাতি সমাজ আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়ছে।

তাই যেসকল জনজাতি যুবতিরা অ-জনজাতিদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে তাঁদের সকল সরকারি সুবিধা ও অধিকার বাতিল করার জন্য জাতীয় তফসিলি উপজাতি কমিশন যেন অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার আবেদন করেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা।

বিধায়কের এই চিঠি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। জনজাতি মহিলাদের স্বাধীনতা, তাদের সাংবিধানিক অধিকার, মৌলিক অধিকার সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এই চিঠির ভিত্তিতে। অ- জনজাতি যুবককে বিবাহ করলেই তাদের সাংবিধানিক অধিকার গুলি ক্ষুন্ন হবে, তা নিয়ে রাজ্যের সম্প্রীতির পরিবেশে বিভাজন শুরু হতে পারে বলে মনে করছে তথ্যবিজ্ঞ মহল। এটি রাজ্যের জাতি জনজাতির মধ্যে শান্তি সম্প্রীতির আবহকেও প্রভাবিত করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

স্বদেশ দর্শণ

● প্রথম পাতার পর

মোট প্রকল্পের ৪.৩ু অর্থাৎ স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের জনজাতি উপ-পরিকল্পনা (টিএসপি) উপাদানের অধীনে ১০৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছে, যার মধ্যে জনজাতি এলাকা উপ-পরিকল্পনার অধীনে ৮৮ কোটি টাকা এবং প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নয়ন গ্রাম অভিযান (পিএম-জুগা) এর অধীনে ১৫ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নিবেদিতপ্রাণ ব্যয় তফসিলি জনজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পর্যটন বৃদ্ধিকে সহজতর করেছে। জনজাতি সার্কিট থিমের অধীনে অনুমোদিত প্রকল্পগুলি বিশেষভাবে জনজাতি ঐতিহ্যের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি এবং জনজাতি সম্প্রদায়গুলিকে পর্যটন মূল্য শৃঙ্খলে একীভূত করার লক্ষ্যে কাজ করেছে, যার ফলে সুস্থায়ী এবং আঞ্চলিকভাবে সুষম উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

পর্যটনমন্ত্রী জানান, ২০১৪-১৫ সালে চালু হওয়া স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে প্রাথমিকভাবে উন্নয়নের জন্য ১৫টি বিষয়ভিত্তিক সার্কিট চিহ্নিত করা হয়েছিল, যার মধ্যে মূল বিষয় ছিল ইকো-ট্যুরিজম, বন্যপ্রাণী এবং জনজাতীয় সার্কিট। জনজাতীয় সার্কিটের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পগুলির লক্ষ্য জনজাতীয় ঐতিহ্যের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করা এবং পর্যটন মূল্য শৃঙ্খলে জনজাতি সম্প্রদায়কে একীভূত করা, যা সুস্থায়ী এবং আঞ্চলিকভাবে সুষম উন্নয়নে অবদান রাখবে। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে ত্রিপুরার জন্য অনুমোদিত সার্কিটের বিশদ বিবরণ অনুযায়ী উত্তর পূর্ব সার্কিট ২০১৫-১৬ এর অধীনে মোট ৮২.৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এই অর্থে আগরতলা, সিপাহিজলা, মেলাঘর উদয়পুর, অমরপুর, তীর্থমুখ, মন্দিরঘাট, ডুম্বর, নারিকেলকুঞ্জ, গণ্ডাছড়া ও আমবাসার বিভিন্ন উন্নয়ন করা হয়েছিল। এছাড়া, একই সার্কিটের অধীনে ২০১৮-১৯ সালে মোট বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪৪.৮৩ কোটি টাকা। এই অর্থে সুরমা, ঊনকোটি, জম্পুই পাহাড়, গুণবতী, ভুবনেশ্বরী মন্দির, নীরমহল, বক্সনগর, চোত্তাখোলা, পিলাক ও আভাংছড়ার উন্নয়ন করা হয়েছিল। সব কয়টি প্রকল্পের কাজই সম্পন্ন হয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়েছে।

মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত জানান, পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি, মন্ত্রক সারা দেশে জনজাতীয় অঞ্চলে জীবিকা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরমধ্যে রয়েছে যেমন পিএম-যুগা"র আওতায় 'জনজাতীয় অঞ্চলে হোমস্টে'র উন্নয়ন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল জনজাতীয় অঞ্চলে ১,০০০ হোমস্টে তৈরিতে সহায়তা করা, যার মধ্যে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ৫ লক্ষ টাকা, প্রতি পরিবারে দুটি নতুন কক্ষ নির্মাণের জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং বিদ্যমান কক্ষ সংস্কারের জন্য ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি হোমস্টে মালিকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা হবে। এই পদক্ষেপগুলি সুস্থায়ী পর্যটনকে উৎসাহিত করার এবং পর্যটন-সম্পর্কিত জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে এখনো পর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রী-যুগা হোমস্টে উদ্যোগের অধীনে কোনও অর্থ প্রদান করা হয়নি।

ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট ফ্যাসিলিটেটর (আইআইটিএফ) সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামের অধীনে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতি প্রার্থীদের ফি ছাড় দেওয়া হয়। এটি মন্ত্রক কর্তৃক পরিচালিত একটি ডিজিটাল উদ্যোগ যার লক্ষ্য হল সারা দেশে সুপ্রশিক্ষিত এবং পেশাদার পর্যটন ফ্যাসিলিটেটর এবং পর্যটন গাইডদের একটি পুল তৈরি করা। এই ব্যবস্থা প্রার্থীদের জন্য মৌলিক, উন্নত (ঐতিহ্য এবং অ্যাডভেঞ্চার), কথ্য ভাষা এবং রিফ্রেশার কোর্স প্রদান করে। পর্যটন মন্ত্রক তার চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, প্রচারমূলক ইভেন্ট, মেলা এবং উৎসব আয়োজনে রাজ্য সরকারগুলিকে সহায়তা করার পাশাপাশি প্রদর্শনী, ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি সহ বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্য এবং পণ্যগুলিকে সামগ্রিকভাবে প্রচার করে থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যে গত পাঁচ বছর ধরে ডিপিপিএইচ প্রকল্পের অধীনে পর্যটন মন্ত্রক কর্তৃক সমর্থিত মেলা এবং উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। লোকসভায় পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মণের একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে আজ এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

ক্রীড়াঙ্গন

শতদল সংঘকে হারিয়ে পোলস্টারের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পোলস্টার ক্লাবের। ৬৬ রানের ব্যবধানে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ শত দল সংঘ কে হারিয়ে। এই জয়ের সুবাদে পোলস্টার ক্লাব যথারীতি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্তঃ ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের অন্তিম দিকের খেলা চলছে। আজ, সোমবার টিআইটি গ্রাউন্ডে পোলস্টার ক্লাব ৬৬ রানের ব্যবধানে শত দল সংঘ কে পরাজিত করে গুরুত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে শেষ আটে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পোলস্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৫০ ওভারের খেলায় পোলস্টার ৪২.৫ ওভার খেলে ১২০ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে পোলস্টার ব্যাট করতে নামলে ইতোমধ্যে বৃষ্টিতে খেলার পরিসর কিছুটা কমে যায়। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে শতদল সংঘের সামনে ভিজেডি মেথডে ৪৫ ওভারে ১০৯ রানের টার্গেট ধরা হলে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ৪২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পোলস্টার এর পক্ষে বোলার আকাশ রায় দুর্দান্ত বল করে সাত রানের বিনিময়ে ছয়টি উইকেট দখল করে শত দল সংঘ কে থামিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। শত দল সংঘের অঙ্কিত দাস ও বিস্ময় পাল তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল।

অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটে ওপিসিকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা হার্ভের নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে হার্ভে ক্লাব। প্রতিপক্ষ ওল্ড প্লে সেন্টার কে হারিয়ে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত আন্তঃ ক্লাব অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেট লিগের। ৪৩ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় হার্ভে ক্লাব কে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে দিয়েছে। বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হার্ভে ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৫০ ওভারের খেলায় ৪২.৫ ওভার খেলে ২০৮ রানে ইনিংস শেষ করে। হার্ভের পক্ষে সন্দীপন দাস দুর্দান্ত ১১২ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারী ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৯০ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, সাগর সূত্রধরের ৪৫ রান উল্লেখযোগ্য, ৬৫ বল খেলে। ওপিসি-র সুশোভন চক্রবর্তী ৪৭ রানে চারটি উইকেট দখল করলেও ব্যাটার্সদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ওপিসি ৪৫.২ ওভার খেলে ১৬৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। ওপিসি-র কৃষাণ দাস সর্বাধিক ২৮ রান পেয়েছিল। হার্ভের মৈনাক সাহা ২৬ সানে তিনটি এবং তানিশক চক্রবর্তী ১২ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে।

ফুটবল মাঠের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ রেফারির বিরুদ্ধে ক্ষোভ : কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রেফারি তাপস দেবনাথের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ কর হয়েছে। রেফারি তাপস দেবনাথ নাকি মানসিক ভাবেও কোন সমস্যাই রয়েছেন। তাই ব্লাড মাউথ বনাম কল্যাণ সমিতির ম্যাচ যেমন খুশি সিদ্ধান্ত নিলেন। লিগের ভাইটাল ম্যাচ বলে কথা। সোমবার কল্যাণ সমিতির ক্লাব গৃহে সাংবাদিক বৈঠক করে এই অভিযোগ করলেন কল্যাণ সমিতির ফুটবল টিমের ম্যানেজার তন্ময় ধর। তন্ময় সাংবাদিকদের স্পষ্ট ভাষায় বললেন, কল্যাণ সমিতি ক্লাব বহু দিনের পুরোনো ক্লাব। এই ক্লাবের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। যার ফলে এবছর রাখাল শিল্ডে ফেয়ার প্লে ট্রফির সম্মানও পেয়েছে। এই ক্লাব বহু কষ্ট করে এবার প্রথম ডিভিশনে উঠে দল গঠন করলো। দল গড়তে কষ্ট হয়েছে তাদের। এই দলকে মাঠে ব্লাড মাউথ এর বিরুদ্ধে ইচ্ছে করে হারিয়ে দিয়েছেন রেফারি তাপস দেবনাথ। ন্যায্য পেনাল্টি দেয়া হয়নি কল্যাণ সমিতিকে। একটি নিশ্চিত গোল বাতিল করে দিলেন মানসিকভাবে সমস্যা যুক্ত এই রেফারি তাপস দেবনাথ। অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে তন্ময় মিডিয়ার সামনে বললেন, কল্যাণ সমিতি ক্লাব সব কিছু করলো। তবে রেফারি কি ভাবে ম্যানেজ করা যায়, সেটা করতে পারলো না। তার মানে কি অন্য ক্লাব গুলো রেফারি ম্যানেজ করে ম্যাচ বাজিয়ে চলেছে, এটা জানতে চাওয়া হলে তন্ময় স্পষ্ট জানালেন, এটাও হতে পারে। এদিকে সেদিন কল্যাণ সমিতি বনাম ব্লাডমাউথের ম্যাচে যে ঘটনাটি ঘটলো, তার নিন্দাও প্রকাশ করলেন ক্লাবের দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। তারা এই ঘটনার জন্য আফসোস প্রকাশ করলেন। এটা নিন্দনীয় কাণ্ড হয়েছে মাঠে। আগামী দিন থেকে যাতে কল্যাণ সমিতির কোনও সমর্থক মাঠে এমন আচরণ না করে তার জন্য ক্লাবের তরফে স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানালেন দুইজন প্রতিনিধি। তন্ময় রেফারি এসোসিয়েশনের সচিব নারায়ণ দে-র ভূমিকা ঘিরেও প্রশ্ন তুললেন। একই সঙ্গে রেফারি সত্যজিৎ দেবরায়ের ফিজিক্যাল ফিটনেস নিয়েও প্রশ্ন তুললেন তন্ময়। অনেক অনেক ভালো ভালো রেফারি রয়েছে রাজ্য ফুটবল সংস্থার কাছে। তাদের না দিয়ে কেন তাপস, সত্যজিতের মতো রেফারিদের ভাইটাল ম্যাচে পোস্টিং দেয়া হয় এটা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন ম্যানেজার তন্ময় ধর।

ইউনাইটেড বিএসটি-কে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় ব্লাড মাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড বি এস টি কে হারিয়ে। ১৫৩ রানের বড় ব্যবধানে ইউনাইটেড বি এস টি কে হারিয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব মূল পর্ব অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার পথ কিছুটা প্রশস্ত করে নিয়েছে। ইউনাইটেড বিএসটিও কিন্তু মুখিয়ে রয়েছে শেষ আটে খেলার লক্ষ্যে। আগামীকাল ইউনাইটেড বিএসটি প্রতিপক্ষ মৌচাকের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করতে চাইছে। আজ, সোমবার এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে কিছুটা দেরি হওয়ায় ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৮ করা হয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ব্লাড মাউথ সীমিত ৩৮ ওভারে সাত উইকেটে ২১১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আরিস মজুমদারের ৬১ রান, রাজদীপ সিংহের ৬০ রান এবং রুদ্র সেনগুপ্তের ২৭ রান উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড বিএসটি-র অধিনায়ক নীতিশ কুমার সাহানি পঞ্চাশ রানে চারটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি-র ব্যাটার্সরা যেন রুদ্র সেনগুপ্তের বোলিং এর কাছে হার মেনে নেয়। ১৬ ওভার খেলে ৫৮ রানে ইউনাইটেড বিএসটি ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। রুদ্র একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয় ১৭ রানের বিনিময়ে। ইউনাইটেড বিএসটি-কে রুখে দেওয়ার পাশাপাশি রুদ্র প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, আরিশ মজুমদারও পেয়েছিল ৫ রানে দুটি উইকেট।

স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে, এক ম্যাচ বাকি থাকতেই শেষ আটে খেলা কসমোপলিটনের নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে কসমোপলিটন ক্লাব। ছয় উইকেট এর ব্যবধানে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে হারিয়ে। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে কসমোপলিটন ক্লাব নিজেদের এক ম্যাচ বাকি থাকলেও কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। আগামীকাল কসমোপলিটনের ম্যাচ রয়েছে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে জয় পেলে কসমোপলিটন গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার আগে মনোবল আরও কিছুটা বাড়িয়ে নিতে পারবে। আজ, সোমবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে কসমোপলিটন ক্লাব স্ফুলিঙ্গের গড়া ১১৭ রানের ইনিংস ৪ উইকেট এর বিনিময়ে ৩১.২ ওভার খেলে টপকে যায়। এর আগে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে স্ফুলিঙ্গ নির্ধারিত ৫০ ওভারের খেলায় ৪৬ ওভার খেলে ১১৭ রানে ইনিংস শেষ করেছিল। কসমোপলিটনের সৌভিক চক্রবর্তী ২৩ রানে তিন উইকেট দখলের পাশাপাশি দারুন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাট চালিয়ে ৬৯ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৫ রান সংগ্রহ করেছিল। কসমোপলিটনের দ্বীপ দেব এবং স্ফুলিঙ্গের স্বর্ণাভ সাহা দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। উল্লেখ্য, স্ফুলিঙ্গ ক্লাব এই ম্যাচে বিজিত হলেও এর আগে তিনটি ম্যাচে জয়ী এবং দুটি পরিত্যক্ত ম্যাচ থেকে পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে।

সিনিয়র মহিলা স্টেট মিট ক্রিকেটে তেলিয়ামুড়াকে হারিয়ে সদর ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শক্তিশালী সদরের সামনে বিনা লড়াইয়ে আত্মসমর্পণ করলো তেলিয়ামুড়া মহকুমা। তেলিয়ামুড়াকে হেলায় পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিলেন ঋজু সাহার মেয়েরা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের ক্রিকেটে। সোমবার কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় আসরের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচটি। তাতে সদর মহকুমা ১০ উইকেটে পরাজিত করে তেলিয়ামুড়া মহকুমাকে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সদরের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে তেলিয়ামুড়া মহকুমা মাত্র একত্রিশ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে একমাত্র কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেন মমিতা দেব। তেলিয়ামুড়া ওই ওপেনারটি ৩৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দলের ছয় জন ব্যাটসম্যান শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১০ রান। সদর মহকুমার পক্ষে অন্নপূর্ণা দাস পাঁচ রানে চারটি এবং অন্বেষা দাস শুন্য রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে সদর মহকুমা ২৯ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে মৌচৈতি দেবনাথ ১৫ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রানে এবং নিকিতা দেবনাথ ১৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রানে পরাজিত থেকে যান। আগামী ২০ আগস্ট দ্বিতীয় সেমিফাইনালে লংতরাইভ্যালি মহকুমা খেলবে শান্তিরবাজার মহকুমার বিরুদ্ধে। ফাইনাল ম্যাচ ২২ আগস্ট।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বৃক্ষরোপন জরুরি ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট: কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ বলেছেন, কার্বন ক্রেডিট জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে এবং একইসঙ্গে কৃষকদের জন্য নতুন আয়ের পথ খুলে দিতে পারে।

আজ মোহনপুরস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ কলেজ প্রাঙ্গণে আগরতলার রোটারি ক্লাব অব অ্যাসপায়ারিং-এর উদ্যোগে বিভিন্ন ফলদ গাছের চারা রোপণের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন আমাদের পরিবেশ রক্ষায় সকলে মিলে কাজ করতে হবে। আধুনিকায়নের ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং দিন দিন বাড়ছে। আমরা যত আধুনিক হচ্ছি, ততই বাড়ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবেশ ধ্বংস করে, তবে মাটিতে এর উপস্থিতি কৃষির পক্ষে উপকারী। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আমাদের আরও বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি মানেই পৃথিবীর উষ্ণায়ন, আর বৃক্ষরোপণই পারে পৃথিবীকে শীতল রাখতে।তিনি আরও জানান, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতে কার্বন ক্রেডিট বিক্রির চাহিদা ৩০ শতাংশ বাড়বে। কৃষকরা, সরকার ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাজারে কার্বন ক্রেডিট বিক্রি করে অতিরিক্ত আয় করতে পারবেন।

মন্ত্রী ব্যাখ্যা করে বলেন একটি কার্বন ক্রেডিট মানে এক মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে মাটিতে সঞ্চয় করা। টেকসই কৃষি ব্যবস্থা, জৈব চাষ, জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি, বৃক্ষরোপণ ও বনসৃজনের মাধ্যমে কার্বন জমিয়ে তা বিক্রি করা সম্ভব। এর ফলে কৃষকরা যেমন পরিবেশ রক্ষা করবেন, তেমনি অতিরিক্ত আয়ের সুযোগও পাবেন। এটি কেবলমাত্র গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাবে না, কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক উন্নয়নের পথও সুগম করবে।" এদিন তিনি রোটারি ক্লাব অব অ্যাসপায়ারিং আগরতলার সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ হরধান দেবনাথ, সমাজকর্মী কার্তিক আচার্য, রোটারি ক্লাব অব অ্যাসপায়ারিং আগরতলার সদস্যবৃন্দ ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

বিলোনীয়ায় সড়ক নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ আগস্ট: বিলোনীয়ায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে আজ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত প্রায় ২২ লক্ষ টাকার বিভিন্ন সরঞ্জাম জেলা পুলিশের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত ট্রাফিক বিধি মেনে চলা এবং যান দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা তৈরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহম্মদ সাজ্জাদ পি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য দক্ষিণ জেলার বেশ কিছু এলাকাকে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐসব এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মৌর্য্যকৃষ্ণ সি। অনুষ্ঠানে সড়ক নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত ৮ জন পুলিশ কর্মীকে প্রশংসনীয় কাজের জন্য শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট: নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য নারীদের মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে। রাজ্য সরকার সব সময় নারীদের পাশে রয়েছে। আজ আগরতলা মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে মহিলাদের সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং টি.এন.জি.সি.এল.-এর সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, স্বসহায়ক দল গঠনের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য রাজ্য সরকার কাজ করছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি রাজ্যে এবং সারা দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের নেতৃত্বদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামীদিনে রাজ্যের নারীরা আত্মনির্ভর হয়ে উঠবেন। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ১২০ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। সমাজশিক্ষামন্ত্রী বলেন, মহিলাদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, ভাইস চেয়ারপার্সন মধুমিতা চৌধুরী, টি.এন.জি.সি.এল.-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রলয় পাত্র প্রমুখ।

ভোট চুরির অভিযোগে আন্দোলনে নামছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে ভোট চুরি করছে বিজেপি। এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নামতে চলেছে প্রদেশ কংগ্রেস। সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা। তিনি আরো জানান, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরোধিতায় গোটা দেশব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। একই সাথে ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী ২২ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজধানীতে এই কর্মসূচি সংঘটিত করবে কংগ্রেস। রাজ্যের নয়টি জেলা সহ আগরতলা শহরে এই কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে। তিনি আরো জানিয়েছেন, ২২ আগস্ট উদয়পুর থেকে এই কর্মসূচি শুরু হবে। রাজ্যভিত্তিক মিছিল হবে ৩০ আগস্ট। এই মিছিল আগরতলা শহরে হবে। সারা রাজ্যে কংগ্রেসের জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থক এসে অংশ নেবে আগরতলা শহরের মূল কর্মসূচিতে। ৬ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত কর্মসূচি হবে কৈলাসহর শহরে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, দেশের পাশাপাশি রাজ্য বিজেপি দলের ভোট চুরির মুখোশ খুলে দেওয়া হবে। এছাড়াও জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে তাদের ভোটে জেতার কৌশল সাধারণ মানুষের সামনে নিয়ে আসা হবে। এই দলকে জনগণ বর্জন করবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এমনটাই বললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

অটো ও বাই সাইকেলের সংঘর্ষে গুরুতর আহত নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৮ আগস্ট: কমলপুরে যান দুর্ঘটনা যেন পিছু ছাড়ছে না। প্রতিদিন মহকুমার কোন না কোন জায়গায় যান দুর্ঘটনা ঘটেছে। সিংহভাগ ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করে যান দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদিন কমলপুর মহকুমার নানা জায়গায় ছোট, বড় দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে। সোমবার কমলপুর থানার অন্তর্গত হালহালি - দেবীছড়া রাস্তার ধলাই নদীর সেতুর কাছে অটো দুর্ঘটনায় ১২ বছরের এক বালক গুরুতরভাবে আহত হয়। ১২ বছরের আহত বালকের নাম সরোজ গোয়ালা, পিতা মহাদেব গোয়ালা। বাড়ি কমলপুর থানার মহাবীর পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ সরোজ গোয়ালা (১২) বাইসাইকেল চালিয়ে হালাহালী থেকে মহাবীর বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ মহাবীর থেকে টিআর ০৪-এ-৩১৩৯ নম্বরের একটি অটো যাত্রী নিয়ে হালহালী বাজারে আসছিল। ঠিক মাঝ রাস্তায় অটো বাইসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাইসাইকেল সমেত আরোহী নাবালক সরোজ গোয়ালা রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে গুরুতর আহত হয়। তার মাথায় ও পায়ে আঘাত লাগে। অটো মালিক তথা চালক সুমন্ত দেববর্মা সঙ্গে সঙ্গে অটো থেকে যাত্রী নামিয়ে গুরুতর আহত সরোজ গোয়ালাকে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ আটক চোর

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ এক চোরকে আটক করেছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম নুর ইসলাম হাসান। তার বাড়ি বীরগঞ্জ। রাজধানীর বটতলা এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়েছে। এই অভিযান সম্পর্কে পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাড়ি থেকে এসি মেশিনের কপারের তার চুরি হওয়ার অভিযোগ আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বটতলা ফাঁড়ি থানার সাব ইন্সপেক্টর শুভজিত দেব এবং পূর্ব থানার পেট্রোলিং অফিসার গোবিন্দ সিনহা গতকাল বটতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া কপার তার সহ ওই যুবককে আটক করেছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ডে নিয়ে তার সঙ্গে আর যারা জড়িত রয়েছে তাদেরকেও আটক করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগে অভাবনীয় সাফল্য: জটিল সিআইডিপি রোগীর সফল চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার আন্তরিকতা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উদ্যোগের ফলে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগে প্রভূত উন্নত সাধন হয়েছে যার ফলস্বরূপ জটিল স্নায়বিক রোগের চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) তপন মজুমদার এবং জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী"র নিরন্তর তদারকি ও প্রচেষ্টায় হাসপাতালটি রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবায় এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগে গত ৪ আগস্ট ৬০ বছর বয়স এক রোগী ভর্তি হন, যিনি হাঁটতে পারছিলেন না এবং তাঁর ভারসাম্য গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। ভর্তি করার পর তিনি জানান তিনি একজন ডায়াবেটিক রোগী। নিউরোলজি বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথ অবিলম্বে রোগীর জন্য এমআরআই স্পাইন এবং এনসিভি টেস্টের পরিকল্পনা করেন। ডাঃ আবির লাল নাথ এবং ডাঃ অর্পণ মিত্র সিআইডিপি প্রোটোকল অনুযায়ী এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। চিকিৎসকরা রোগীকে বুঝিয়ে বলেন যে, তাঁর স্নায়ুগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এনসিভি টেস্টের মাধ্যমে সেটির বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। এনসিভি রিপোর্ট প্রায় স্বাভাবিক এলেও রোগীর ক্লিনিক্যাল অবস্থা চিকিৎসকদের ভাবিয়ে তোলে। দেরি না করে রোগীকে আইভিআইজি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার এই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ বিনা খরচে রোগীকে দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে তাঁর ভারসাম্য ফিরে এলো, তিনি দাঁড়াতে পারলেন। একদিন সকালে দেখা যায়, তিনি ফিজিওথেরাপির সহায়তায় হাঁটার চেষ্টা করছেন। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজিস্ট ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথ-এর নেতৃত্বে নিউরোলজিস্ট ডাঃ অর্পণ মিত্র সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী এবং ফিজিওথেরাপিস্টদের এই সফল চিকিৎসায় রোগী তাঁদের হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানান। তাঁরা গেট থেরাপি চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। রোগী এক নতুন আশা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

তেলিয়ামুড়ায় মাউন্ট জিও হাই স্কুলের উদ্যোগে ড্রাগস ও শিশু সুরক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ আগস্ট: তেলিয়ামুড়ায় মাউন্ট জিও হাই স্কুলের উদ্যোগে ড্রাগস ও শিশু সুরক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় সোমবার। তেলিয়ামুড়া মহকুমার ব্রহ্মছড়া এলাকায় অবস্থিত মাউন্ট জিও হাই স্কুলের উদ্যোগে আজ এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে মূলত মাদকদ্রব্যের কুফল ও শিশু সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।সেমিনারে বক্তারা উল্লেখ করেন, পরিবারের স্তম্ভ হিসেবে মহিলারা যদি নেশা বিরোধী সচেতনতার বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন, তবে একটি সুস্থ ও নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

পাশাপাশি শিশুদের সুরক্ষা, সঠিক লালন-পালন ও শিক্ষার বিষয়ে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তুলে ধরা হয়।অনুষ্ঠান শেষে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে উপস্থিত মহিলাদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই উদ্যোগকে উপস্থিত মহিলারা স্বাগত জানিয়ে জানান, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি তাদেরকে সমাজ গঠনে আরও কার্যকর ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করবে।

ধর্মনগরে কংগ্রেস-বিজেপির মিছিল, পাল্টা মিছিল ও থানা ঘেরাওকে ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি

ধর্মনগর, ১৮ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে রবিবার সন্ধ্যায় কংগ্রেস ও বিজেপির মিছিল, পাল্টা মিছিল এবং থানা ঘেরাওকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা ধর্মনগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের অনুপস্থিতিতেই শহরে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে। কংগ্রেসের অভিযোগ, এদিন দুপুরে ব্লক সভাপতি সুবল গোস্বামীর বাড়িতে ২০-২৫ জন দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তারা সুবল গোস্বামীর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে কংগ্রেসের প্রচার সংক্রান্ত কয়েকটি পোস্ট মুছে ফেলে। এছাড়া বাড়িঘরে ভাঙচুর ও তাঁর শাশুড়ির উপর হামলার অভিযোগও ওঠে। তারা সবাই বিজেপির সমর্থক বলে অভিযোগ উঠে। এর প্রতিবাদে সন্ধ্যায় জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে কর্মীরা ধর্মনগর থানার সামনে জমায়েত হন। সেখানেই স্লোগান দিতে দিতে তারা ওসি-কে আল্টিমেটাম দেন দোষীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত থানা ঘেরাও চলবে। প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক চয়ন ভট্টাচার্যও হুঁশিয়ারি দেন যে, প্রয়োজনে তারা আইন হাতে তুলে নেবেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, নির্বাচনের পর থেকে ধর্মনগরে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের উপর হামলা, দোকানপাটে চাঁদাবাজি ও বাড়িঘরে ভাঙচুরের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস আন্দোলনের মাঝেই ধর্মনগর বিজেপি দলও একটি পাল্টা মিছিল বের করে। বিজেপির অভিযোগ, বহিরাগত কংগ্রেস কর্মীরা থানার ভেতরে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। তাদের মতে, কংগ্রেস শহরে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে। বিজেপি নেতৃত্ব আরও অভিযোগ করে যে, বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন অসুস্থ থাকার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে পরিস্থিতি অশান্ত করছে। যুব মোর্চার কর্মীরাও কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন "কংগ্রেসের আলাদা কোনো ওষুধের দরকার নেই, তাদের চিকিৎসার জন্য বিজেপির কাছেই যথেষ্ট ওষুধ রয়েছে।" ফলে থানার চত্বর জুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিশাল পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস কর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে গোটা শহরে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ছয় দফা দাবিতে রাবার বোর্ডে ডেপুটেশন প্রদেশ কিষান কংগ্রেসের

আগরতলা, ১৮ আগস্ট : রাবার বাগান করার ক্ষেত্রে বীমা প্রকল্প চালু করা সহ ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাবার বোর্ডে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কিষান কংগ্রেস।

সংগঠনের চেয়ারম্যান অশোক কুমার বৈদ্য বলেন, ত্রিপুরার ছোট বড় রাবার উৎপাদককারীর সংখ্যা হল প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার। এর মধ্যে ৬০ শতাংশ হল আদিবাসী সংখ্যা। গড়ে প্রায় ৯৫ হাজার পরিবার আদিবাসী। রাজ্যের সকলেই জানে রাবার চাষ এবং রাবারের ব্যবসা খুবই লাভজনক ব্যবসা ক্ষেত্র ছিল। কোন এক সময় ত্রিপুরার অর্থনীতিকে গতি এনেছিল। বর্তমানে রাবার এর ব্যবসা ধ্বংসের মুখে ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সর্বদিকের উৎপাদন ও উন্নয়ন চাকুরী অর্থনীতি সহ সর্বদিকে সংকট তৈরি এবং রাবার ব্যবসা ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরে অসহযোগিতার কারণে ১ লক্ষ ৮০ হাজার রাবার চাষিরা আজ আরো গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

তাঁর কথায়, এডিসি পূর্বতন সরকারের সময়ে বিশেষত্ব আদিবাসী বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভর করে তুলতে এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন কিছু পরিকল্পনা ছিল এর মধ্যে বিনামূল্যে রাবার চারা বিতরণ বর্তমানে সরকারের এমন কোনো পরিকল্পনা নেই। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সরকারিভাবে রাবার প্রসেসিং সেন্টার না থাকার কারণে এবং নতুন কোন ধোঁয়া কেন্দ্র তৈরি না করার ফলে প্রকৃতভাবে অর্থাৎ সূর্য্যের আলোতে শুকাতে গিয়ে রাবার সিট গুলি ভালো হয় না এবং জাতীয় মানের সিট এর সঙ্গে পাত্তা দিতে না পারাই মূল্য কম পাচ্ছে। ইহাতে অনেক রাবার চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

তিনি আরও বলেন, ২০১৮ সালের পূর্বে রাজ্যে ২৪৫ টি রাবার রাবার উৎপাদনকারী সোসাইটি ছিল। ওই সময় রাবার উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে রাবার উৎপাদনকারীদের সমস্যা নিরসনে রাবার চাষ সম্প্রসারণ এবং মান উন্নয়ন এমনকি মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে আসছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজ্য জুড়ে যে সন্ত্রাস কায়েম হয়েছে তার প্রভাব রাবার বাগান এবং উৎপাদক সংস্থার গায়েও আঁচ লেগেছে। সময় সময়ে কোথাও কোথাও বাগান পুড়িয়ে দেওয়া ও নষ্ট করে দেওয়া এবং সর্বশেষে রাবার উৎপাদক কারী সংস্থাগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়।

তাই সংগঠনের তরফ থেকে ছয় দফা দাবি জানানো হয়েছে। সেগুলো হল, রাবার বাগান করার ক্ষেত্রে বীমা প্রকল্প চালু করা, রাবার বাগানে যে সমস্ত সার ব্যবহার করা হয় (যেমন ইউরিয়া, রক ফসফেট এবং পটাশ) সেই সার গুলি রাজ্য সরকার ভর্তুকিতে দিতে হবে এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়ার সুনিশ্চিত করা,

সরকার ধোঁয়া কেন্দ্র করার ক্ষেত্রে ৫০(শতাংশ) ভর্তুকি প্রদান করতে হবে এবং আদিবাসী বেকার যুবকদের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ধোয়া কেন্দ্র তৈরি করা, বর্তমান বাজারে রাবারের মূল্য ন্যূনতম প্রতি কেজি ৩০০ টাকা করা এবং ভেঙ্গে দেওয়া রাবার উৎপাদকারী সংস্থাগুলিকে পুনর্গঠন করা হোক।

রাজ্যপালের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধিকারিকদের সাক্ষাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লুর সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় রাজভবনে সাক্ষাত করেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল রামচন্দর তিওয়ারি, পিভিএসএম, ইউওয়াইএসএম, এভিএসএম, এসএম, জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ, ইস্টার্ন কমান্ড কলকাতা। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ক্রপস কমান্ডারগণ, সাব এরিয়া কমান্ডারগণ, ডিভিশন কমান্ডারগণ, আইজিএআর (ইস্ট) এবং পদস্থ সেনা অফিসারগণও উপস্থিত ছিলেন। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং কল্যাণকর কাজে উদ্যোগের জন্য রাজ্যপাল ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানান।

সাত সকালে গাঁজার নার্সারি ধ্বংস করল যাত্রাপুর থানার পুলিশ

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: ১০ থেকে ১২টি গাঁজার নার্সারি ধ্বংস করেছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে সোমবার সাত সকালে যাত্রাপুর থানার পুলিশ কালিখলা এডিসি ভিলেজের লেদ্রাবাড়ি পাড়ার জঙ্গলে অভিযানে নেমে, বেশ কিছু গাঁজা নার্সারি কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে। যাত্রাপুর থানার ওসি, সিতি কন্ঠ বর্ধন একান্তসাক্ষাৎকারে এদিন এই অভিযান সম্পর্কে জানান, ১০ থেকে ১২টি গাঁজার নার্সারি নির্বিঘ্নে কাটা হয়েছে। এতে আনুমানিক তিন লক্ষের উপর গাঁজার চারা গাছ হবে। তিনি জানান, উনার সঙ্গে ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর অমরকিশোর দেববর্মা, প্রীতম দত্ত, অজয় বরুন সাহা সহ থানার পুলিশ কনস্টেবল ও এস পি ও জওয়ান। সকাল ছয়টার আগেই তিনটি গাড়ি নিয়ে অভিযানে নেমে সফলতা পেয়েছেন বলে যাত্রাপুর থানার ওসির দাবি।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে জেলাস্তরের কমিটি মিটিং অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি,বিলোনিয়া, ১৮ আগস্ট: আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে জেলাস্তরের কমিটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়ার সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে।

এই বৈঠকে বিশেষভাবে আলোচনা হয় ১৫ তম অর্থ কমিশনের অনুদান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং তা জনগণের কল্যাণে কার্যকরভাবে প্রয়োগের কৌশল নিয়ে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার শীর্ষ প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকগন সভাধিপতি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদ দীপক দত্ত ও জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং দক্ষিণ জেলা হাসপাতালের এম এস

বিভিন্ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ও স্বাস্থ্য আধিকারিকরা।

এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি বলেন, '১৫ তম অর্থ কমিশনের অনুদান দক্ষিণ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য খাতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের দ্বার উন্মোচন করবে। জেলা প্রশাসন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে এই অর্থ জনগণের কল্যাণে স্বচ্ছ ও যথাযথভাবে ব্যবহার হবে। আমাদের লক্ষ্যগ্রাম থেকে শহর, প্রতিটি নাগরিক যেন উন্নত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পায়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন- এই বৈঠক শুধুমাত্র প্রশাসনিক কার্য্যক্রম নয়, বরং দক্ষিণ ত্রিপুরার মানুষের জন্য একটি নতুন দিশা। আমরা চাই উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছুক।

এছাড়া দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতির্ময় দাস বলেন, 'স্বাস্থ্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের অনুদানকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে আমরা দক্ষিণ ত্রিপুরাকে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে একটি মডেল জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, বৈঠকের আয়োজন করেছে জেলা স্বাস্থ্যঅধিকারী দক্ষিণ ত্রিপুরা স্বাস্থ্যসেবার এই নতুন পরিকল্পনা ও প্রয়াস দক্ষিণ ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন্য আশার আলো হয়ে উঠবে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

বিদ্যুৎ ও রাস্তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রতাপগড়ের পূর্ব আড়ালিয়া সূর্য্যসেন পাড়ার জনগন, সংস্কারের দাবি

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: বিদ্যুৎ এবং রাস্তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। ক্ষোভ উগরে দিলেন এলাকার নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে। আগরতলা প্রতাপগড় বিধানসভার অন্তর্গত পূর্ব আড়ালিয়া সূর্য্যসেন পাড়ার কয়েকটি পরিবারে এখনো উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। ওই এলাকার কয়েকটি পরিবারের জন্য এখনো পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং রাস্তাঘাট সংস্কার কিছুই করা হয়নি। সেই বাম আমল থেকে ওই পরিবারগুলি এখনো এই রাম আমলের রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ এবং পানীয় জল থেকে বঞ্চিত।

দীর্ঘ অনেক বছর ধরেই উন্নয়নের পরিবর্তে তাদের মিলেছে শুধু নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের মিথ্যা আশ্বাস। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে বিদ্যুতের পরিবর্তে অন্ধকারের একমাত্র ভরসা মোমবাতি এবং হারিকেন এর আলো। ওই পাড়ার রাস্তাটি সরকারি রেকর্ডে থাকলেও রাস্তাটি দিয়ে মানুষ চলাচলের উপযোগী নয়।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলি বাধ্য হয়ে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে তাদের অভাব অভিযোগ এবং ক্ষোভ উগরে দিলেন নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে। তাদের শুধু একটাই দাবি মানুষ বসবাস করতে যেগুলি বিশেষ প্রয়োজন সেই রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের যেন অতি শীঘ্রই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ভুক্তভোগী পরিবারগুলি এদিন জানিয়েছেন শুধু নির্বাচন আসলেই ভোট দীক্ষার জন্য তাদের কাছে আসেন আর উন্নয়নের নামে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে থাকেন। যখন নির্বাচনের জয়ী হয়ে জনপ্রতিনিধি হয়ে যান তখন তাদের কথা একেবারেই ভুলে যায়। রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা দাবি জানিয়েছেন তারা এই সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং সরকার যেন খুব শীঘ্রই তাদের এই সমস্যাগুলি সমাধান করার ব্যবস্থা করে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas